বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-২০১৯

বাংলা একাডেমি

জাতীয় সংগীত

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো
মরি হায়, হায় রে—
মা তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি ॥

মাননীয় সভাপতি, সম্মাননীয় ফেলো, জীবনসদস্য ও সদস্যবৃন্দ

বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের একচল্লিশতম বার্ষিক সভায় আপনাদের জানাই শুভেচ্ছা। সাধারণ পরিষদের এই বার্ষিক সভায় প্রতিবেদন পেশ করার শুরুতে আমি বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি উনিশশত বাহান্ন সালের পূর্ব বাংলার বাঙালি নবজাগরণের উৎসমুখ খুলে দেয়া তরুণ প্রাণের আত্মাহুতিতে সফল ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন এবং তারই পরিপূর্ণতার লক্ষ্যে পাকিস্তানি স্বৈরসামরিক শাসক ইয়াহিয়া-টিক্কার দখলদার বাহিনীকে তাদের ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যার বিরুদ্ধে বীর বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের অকুতোভয় মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত করে বিজয় ছিনিয়ে আনার গৌরবময় ইতিহাসের নায়ক মুক্তিযোদ্ধা ও ত্রিশ লক্ষ শহিদ এবং সকল গণ-আন্দোলনে নিহত বীর শহিদদের। গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি উপমহাদেশে প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ জাতি-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

বাংলা একাডেমি স্বাধীনতাকামী বাঙালির শত শত বছরের বহুমাত্রিক ও বহুতলবিস্তারী সংগ্রামের অবিনাশী ধারা ও মানবিক চৈতন্যে ভাস্বর বহুত্ববাদী চেতনায় দীপ্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের (Pluralistic and Luminous Cultural Tradition) ভিত্তিতে গঠিত বাঙালি জাতিসত্তার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বাঙালি মনীষার নানা মানবমুখী সমন্বয়বাদী উৎসের অনুসন্ধান এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আমাদের এই মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহনকারী বিদ্বৎসভাটি (learned body) বিগত ষাট বছরে শুধু বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রূপান্তর ও সুচারুতার দিকনির্দেশক বাতিঘরেই পরিণত হয়নি, দক্ষিণ এশিয়ার এক বিশিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিকতার কেন্দ্র (One of the Centres of Excellence of the South Asia) হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় এই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা তাই কোনো সামান্য বুদ্ধিবৃত্তিক সমাবেশ (Intellectual gathering) নয়; কারণ দেশের সকল অঞ্চল এবং প্রান্ত থেকে বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে একাডেমি প্রাঙ্গণটি হয়ে উঠেছে বুধমণ্ডলীর প্রজ্বলনবিভায় আলোকোজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত।

বাংলা একাডেমি : একুশ শতকের মিশন ও ভিশন

আমাদের ঘোষিত লক্ষ্য 'গবেষণা-নিবিড় কেন্দ্র (Research-Intensive Centre), কর্মকাণ্ডের ভৌগোলিক বিস্তার (Geographical Spread of activities) অর্থাৎ কেন্দ্রের বাইরের কর্মসূচির সম্প্রসারণ; এবং আন্তর্জাতিক সংযোগ ও জ্ঞাপন (International communication and Exposer) এবং একদল প্রতিভাবান ও প্রশিক্ষিত গবেষক, অনুবাদক ও সংস্কৃতিমনস্ক জনশক্তি গড়ে তোলাই বাংলা একাডেমির লক্ষ্য'। বিগত হীরকজয়ন্তী উৎসবে এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে গত কয়েক বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিনে নিয়মিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে এই চারটি মৌলিক নীতির বহুমাত্রিক বিন্যাস ও বিস্তারের মাধ্যমে একাডেমির একুশ শতকের মিশন ও ভিশনকে গভীরতর মাত্রা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

কারণ বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং লোক-মানসের উন্নত মানসম্পন্ন চর্চা, গবেষণা ও অনুবাদ এবং বাঙালি জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস (Intellectual History) রচনা ও তার

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই একাডেমির প্রধান কাজ। একাডেমির সূচনালগ্নে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, সৈয়দ আলী আহসান এ কাজ শুরু করেছিলেন ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এ কথা সত্য পরবর্তীকালে সে-ধারা প্রত্যাশিতভাবে বিস্তার ও গভীরতা লাভ করেনি। আমরা একাডেমির বিগত বছরের ইতিহাসের দিকে লক্ষ রেখে বাংলা একাডেমিকে একুশ শতকের উপযোগী একটি প্রবুদ্ধ-ঐতিহ্য, আধুনিকতা ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে নবরূপায়ণের লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার প্রত্যয় ঘোষণা করছি। এর দুটি দিক : ১. উপযোগী অবকাঠামো গঠন; এবং ২. উন্নত মানসম্পন্ন গবেষণা কার্যক্রমের পরিকল্পনা, উদ্ভাবনাময় ও একাগ্র শ্রমনিষ্ঠ এবং মেধাবী প্রয়াসে তার বাস্তবায়ন।

১. অবকাঠামোগত দিক

অবকাঠামোগত নতুন রূপটি অনেকটাই মাননীয় সদস্যবৃন্দ সহজেই চাক্ষুস করছেন। গত শতকের ঐতিহ্যবাহী বর্ধমান হাউস (১৯০৬) আর জরাজীর্ণ প্রেস ভবন নিয়ে গড়া একাডেমির জায়গায় বিগত বছরে এখন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে নান্দনিক আটতলা *ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রশাসনিক ভবন*; আর তার সঙ্গে সংযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তন ও কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষ। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনের মতো এমন নিখুঁত শ্রুতিগুণসম্পন্ন উন্নত সুযোগ-সুবিধাযুক্ত অত্যাধুনিক বড়ো মিলনায়তন ঢাকায় নিতান্তই বিরল। এই মিলনায়তনের পূর্বদিকের সুপরিকল্পিত স্থাপত্যবিন্যাস যেমন সাহিত্যিক-শিল্পী এবং সংস্কৃতিকর্মীদের আলাপচারিতা ও আড্ডার এক প্রিয় অঙ্গনে পরিণত হয়েছে, তেমনি তার সঙ্গে সংযুক্ত পুকুরটির অবস্থান গোটা পরিবেশকে করেছে দৃষ্টিনন্দন। এছাড়া একাডেমি প্রকাশিত বই বিক্রয়ের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি, বিদেশি পণ্ডিত ও গবেষকদের অতিথি ভবন ও বাংলা একাডেমি ক্লাব নির্মাণের জন্য পাঁচতলা বিশিষ্ট ড. মুহম্মদ এনামুল হক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য উত্তরায় নিজস্ব ভূমিতে নির্মাণ করা হয়েছে দুটি নান্দনিক ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধাযুক্ত ১৩তলা ভবন।

২. কর্মসূচি বাস্তবায়ন

২.১ বর্ধমান হাউস

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, গবেষণা ও প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা একাডেমি। ভিক্টোরিয়ান গঠনরীতিতে তৈরি বর্ধমান হাউস বাংলা একাডেমির মূল আকর্ষণ। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা যখন প্রাদেশিক রাজধানীতে পরিবর্তিত হয়, তখন সাবেক হাইকোর্ট ভবন, কার্জন হল প্রভৃতির সঙ্গে এটিও নির্মিত হয়। সরকারি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও অতিথিদের বাংলো হিসেবে তখন এটি ব্যবহৃত হতো। বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চন্দ্র মাহতাব ১৯১৯-২৪ সাল পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার গভর্নরের শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন, তাঁকে তৎকালীন প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় বছরে একবার আসতে হতো এবং সে সময় তিনি এ বাড়িতে রাজকীয় অতিথি হিসেবে বসবাস করতেন। সেজন্যই বাড়িটির নাম হয় বর্ধমান হাউস।

১৯২১ সালের ১লা জুলাই রমনা এলাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে বর্ধমান হাউস এই এলাকার মধ্যে পড়ে। ফলে কিছু সময় এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস ও শিক্ষকদের আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১৯২৬ সালে অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের হাউস টিউটর হিসেবে বর্ধমান হাউসের একটি অংশে বসবাস করতেন। দোতলার গাড়িবারান্দার উপরের ঘরটি ছিল তাঁর অফিসকক্ষ। কবি কাজী নজরুল ইসলাম যখন ঢাকায় এসেছিলেন তখন তিনি বর্ধমান হাউসে কিছুদিন ছিলেন। দেশবিভাগের পর এটি পূর্ব বাংলার প্রথম ও দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পূর্ব বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ও দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রীর জনস্বার্থবিরোধী সকল কর্মপন্থা, নীতি ও চক্রান্ত এই বর্ধমান হাউস থেকেই পরিচালিত হতো। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন দাবি করে একুশ দফা ঘোষণা করা হয়। এই একুশ দফার ষোড়শ দফাতে ছিল বর্ধমান হাউসকে প্রথমে ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করার প্রস্তাব। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হয়। যুক্তফ্রন্টের সাথে নির্বাচনে পরাজিত হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন বর্ধমান হাউস ত্যাগ করার পর এটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে পরিণত হয়। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী সৈয়দ আজিজুল হক প্রথমে বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে রূপান্তরিত করার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুতের প্রাথমিক নির্দেশ দেন। ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর আবু হোসেন সরকার বর্ধমান হাউসে বাংলা একাডেমির উদ্বোধন করেন। ১৯৬২ সালে ভবনের মূল কাঠামো এবং এর সামঞ্জস্য বজায় রেখে ভবনটিকে তিনতলা ভবনে উন্নীত করা হয়। বর্তমানে বর্ধমান হাউসের নিচের তলায় 'জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘর', দ্বিতীয় তলায় 'ভাষা আন্দোলন জাদুঘর', 'নজরুল কক্ষ' ও 'ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পুথিশালা' এবং তৃতীয় তলায় 'লোকঐতিহ্য জাদুঘর' ও 'বাংলা একাডেমি আর্কাইভস' স্থাপিত হয়েছে।

২.২ ভাষা আন্দোলন জাদুঘর

বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসের দোতলায় অবস্থিত ভাষা আন্দোলন জাদুঘরটি ২০১০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পৃথিবীর আর কোনো দেশে ভাষা আন্দোলন জাদুঘর নেই। এই জাদুঘরে ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক আলোকচিত্র, সংবাদপত্র, ব্যঙ্গচিত্র, স্মারকপত্র, পুস্তক-পুস্তিকার প্রচ্ছদ এবং ভাষাশহিদদের স্মারকবস্তু সংরক্ষণ করা হয়েছে। জাদুঘরে প্রদর্শিত উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' শীর্ষক পুস্তিকার প্রচ্ছদ, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্র-জনতার বিভিন্ন মিছিলের আলোকচিত্র, মিছিলে বাধা প্রদানকারী সারিবদ্ধ পুলিশ বাহিনী, ধর্মঘট চলাকালে পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত ছাত্রনেতা শওকত আলীকে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক রিকশায় করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আলোকচিত্র, ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানের সমাবেশে বক্তৃতারত মুহম্মদ আলী জিন্নাহর আলোকচিত্র, পত্রিকায় প্রকাশিত

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ১৪৪ ধারা ভাঙার প্রস্তুতি, ভাষাশহিদদের আলোকচিত্র, পরিচিতি ও স্মারকবস্তু, প্রথম শহিদ মিনার ও প্রভাতফেরির আলোকচিত্র, রবীন্দ্রনাথের লেখা ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে বাংলাভাষা নিয়ে বাঙালি মুসলিমদের দ্বন্দ্বের ইতিহাস প্রবন্ধের অংশবিশেষ প্রভৃতি।

২.৩ জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘর

বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির উৎকর্ষ ও বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে। ভাষা সাহিত্যের বাহন, আর সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি। একটি দেশের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে সাহিত্যিক সর্বোপরি লেখকেরাই মূল শক্তি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস ও নিদর্শন, বিখ্যাত লেখক ও কবি-সাহিত্যিকদের প্রতিকৃতি এবং তাঁদের ব্যবহৃত জিনিস, হাতের লেখা, বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম ইত্যাদি নিয়ে বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসের নিচতলায় জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘর স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি এই জাদুঘরটি উদ্বোধন করেন। এখানে প্রদর্শিত হয়েছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, মীর মশাররফ হোসেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, লালন শাহ, হাসন রাজা, জসীমউদ্‌দীন, সুকান্ত ভট্টাচার্য, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শামসুর রাহমান, সুফিয়া কামাল প্রমুখ মনীষীর প্রতিকৃতি এবং তাঁদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও বিভিন্ন নিদর্শন।

২.৪ বর্ধমান হাউসে অবস্থিত জাদুঘর

ক. ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ভাষা আন্দোলন জাদুঘর পরিদর্শনকারীর সংখ্যা : ১০,৫০০ জন এবং

খ. জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘর পরিদর্শনকারীর সংখ্যা : ১১,৩০০ জন।

৩. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৩.১ কারিগরি প্রশিক্ষণ

বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার পাশাপাশি প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন একটি দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এর সফল বাস্তবায়ন ঘটেছে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার মধ্য দিয়ে। বাংলা একাডেমি থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১২,৭৫৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের অধিকাংশই সরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র/ছাত্রী।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ উপবিভাগ পরিচালিত 'বাংলা একাডেমি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স'-এর ২টি (৮৫ ও ৮৬তম) ব্যাচের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। একাডেমির কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের বিষয়সমূহ : ১. কম্পিউটার বিষয়ক তত্ত্বীয় জ্ঞান, ২. মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, ৩. মাইক্রোসফট এক্সেল, ৪. মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট, ইন্টারনেট ও ইমেইল।

নিচের সারণিতে জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ সময়কালের তথ্য উপস্থাপন করা হলো :

কোর্স শিরোনাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ফি	কোর্সের মেয়াদ	সনদ প্রদানের তারিখ
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স ৮৫তম ব্যাচ	১৬৩	৪,০৫,০০০.০০	১লা অক্টোবর থেকে ১২ই জানুয়ারি ২০১৯	–
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স ৮৬তম ব্যাচ	১৮৪	৪,৫৫,৫০০.০০	১৫ই জানুয়ারি থেকে ৬ই মে ২০১৯	–
মোট	৩৪৭	৮,৬০,৫০০.০০		

২টি ব্যাচের মোট ৩৪৭ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৩ জন বাংলা একাডেমি কর্তৃক মনোনীত, ৩৪৩ জন ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণার্থী এবং ১ জন বাংলা একাডেমির কর্মচারীর পোষ্য। এই ২টি ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে মোট ৮,৬০,৫০০.০০ (আট লক্ষ ষাট হাজার পাঁচশত) টাকা প্রশিক্ষণ ফি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

৪. গ্রন্থাগার

ক. বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে দেশি-বিদেশি মোট ১৪২৯ কপি বই সংগৃহীত হয়েছে।

খ. গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাঁচ হাজার শিরোনামের বইয়ের ডিজিটাল ক্যাটালগ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

গ. দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, পুথি ও সাময়িকীর নব্বই হাজার পৃষ্ঠা 'ই-বুকে' রূপান্তর করে বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারের ডায়নামিক ওয়েব পেইজ (https://library.banglaacademy.org.bd) সাইটে দেওয়া হয়েছে।

ঘ. গ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু কর্নার, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ কর্নার তৈরি হয়েছে। এর ফলে গ্রন্থাগারে আগত পাঠক ও গবেষকগণ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত গ্রন্থ একই স্থানে দেখার সুযোগ পাচ্ছেন।

ঙ. গ্রন্থাগার ডিজিটাইজেশনের অংশ হিসেবে গ্রন্থাগার কর্মীদের 'কোহা' সফ্‌টওয়ার ব্যবহারের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

চ. উল্লিখিত সময়ে গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রকারের দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং ষাণ্মাসিক পত্রিকা ও সাময়িকী সংগ্রহ করা হয়েছে।

সেবা প্রদান

দেশি-বিদেশি পাঠক/গবেষক নিয়মিত বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে রেফারেন্স সেবা প্রদান করা হয়েছে।

৫. বাংলা একাডেমি প্রেস

বাংলা একাডেমি প্রেসে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৪১টি জব কাজ, ১০টি পত্রিকা এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত কর্মসূচি, গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগ ও পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ থেকে প্রকাশিত ৭২টি গ্রন্থের মুদ্রণ ও বাঁধাই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। গ্রন্থসমূহের মুদ্রণ-বাঁধাই কাজের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির তালিকাভুক্ত মুদ্রণ-বাঁধাই প্রতিষ্ঠানের কিছু সহায়তা নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বাংলা একাডেমি প্রেসে বাংলা বানান অভিধান ১৫,০০০ কপি, আধুনিক বাংলা অভিধান ১৫,০০০ কপি, বাংলা-ইংরেজি অভিধান ২২,০০০ কপি, বাংলা উচ্চারণ অভিধান ৫,০০০ কপি, সহজ বাংলা অভিধান ১০,০০০ কপি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত 'কারাগারের রোজনামচা' ৬০,০০০ কপি গ্রন্থের মুদ্রণ-বাঁধাই কাজ বাংলা একাডেমি প্রেসেই সম্পন্ন করা হয়েছে।

বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত কর্মসূচি, গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগ, অনুবাদ, পাঠ্যপুস্তক ও আন্তর্জাতিক সংযোগ বিভাগ এবং পুনর্মুদ্রণসহ অন্যান্য বিভাগ-উপবিভাগ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থের ৪ কালার প্রচ্ছদ এবং ছবির স্ক্যানিং-প্রসেস, অ্যাম্বোস, ফয়েল ইত্যাদি কাজগুলো বাংলা একাডেমি প্রেসে সম্পন্ন করার মতো প্রযুক্তিগত সুবিধা না থাকায় বাংলা একাডেমির তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করানো হয়েছে।

বাংলা একাডেমি প্রেসে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ২,১৩,০০,৭৯৪.০০ (দুই কোটি তেরো লক্ষ সাতশত চুরানব্বই) টাকার বিল করা হয়েছে।

৬. পত্রিকা

৬.১ উত্তরাধিকার

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি থেকে উত্তরাধিকার পত্রিকার ০৪(চার)টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

উত্তরাধিকার নবপর্যায় ৭৬তম সংখ্যাটির মূল প্রতিপাদ্য কবিতা ও স্থাপত্য বিষয়ক প্রবন্ধ। এ বিষয়ে দুটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে, যথাক্রমে রবিউল হুসাইন- এর 'কবিতা ও স্থাপত্য' এবং জাহেদ সরওয়ার-এর 'স্থাপত্য ও কবিতা : ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ' শিরোনামে। 'বাঙালির বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে প্রবন্ধ লিখেছেন কামাল চৌধুরী। সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক-এর ওপর দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন যথাক্রমে জাকির তালুকদার 'আমারে যেদিন তুমি ডাক দিলে নিজের ভাষায়' শিরোনামে এবং মোস্তাক আহমাদ দীন লিখেছেন 'সৈয়দ শামসুল হকের কবিতা' শিরোনামে। এছাড়া এ সংখ্যায় রয়েছে কবিতা, গল্প, অনুবাদ গল্প, গ্রন্থালোচনা।

উত্তরাধিকার নবপর্যায় ৭৭তম, নতুন অভিযাত্রা ১ নতুন কলেবরে ও আঙ্গিকে প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যার শুরুতেই রয়েছে কবি মোহাম্মদ রফিকের গুচ্ছকবিতা ও কবি আসাদ চৌধুরীর সুবিস্তৃত সাক্ষাৎকার, প্রয়াত কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে নিয়ে লিখেছেন মাসুদুজ্জামান 'নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : নক্ষত্র জয়ের কবি' শিরোনামে। প্রয়াত চিত্রশিল্পী সৈয়দ জাহাঙ্গীর স্মরণে লিখেছেন দ্রাবিড় সৈকত 'সৈয়দ জাহাঙ্গীর : সহজিয়া প্রাণের শিল্পসাধক' শিরোনামে। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ কেন ন্যায়যুদ্ধ ছিল সে বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ লিখেছেন মোহাম্মদ সেলিম 'ন্যায়যুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধ' শিরোনামে। দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন রায়হান রাইন 'রঘুনাথ শিরোমণির নব্য-ন্যায়' শিরোনামে। ইতিহাস, তথ্যপ্রযুক্তি, চিত্রকলা, মঞ্চনাটক ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ রয়েছে। এছাড়াও আছে কবিতা, গল্প, অনুবাদ কবিতা, গ্রন্থালোচনা।

উত্তরাধিকার নবপর্যায় ৭৮তম, নতুন অভিযাত্রা ২ সংখ্যাটি শুরু হয়েছে প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক রিজিয়া রহমান-এর সাক্ষাৎকার দিয়ে, এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন কথাসাহিত্যিক বদরুন নাহার। বিচিত্রধর্মী প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে এই সংখ্যায়। 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের তাৎপর্য' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন; অনন্ত মাহফুজ লিখেছেন 'ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ, বাস্তবতা এবং বর্তমান' শিরোনামে প্রবন্ধ; 'জাক লাকাঁর দর্শন' শিরোনামে প্রবন্ধ লিখেছেন মঈন চৌধুরী; 'সাইকোলজি বনাম স্পিরিচুয়ালিটি' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন কামরুল আহসান; কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক, রশীদ করীম ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ওপর প্রবন্ধ লিখেছেন যথাক্রমে রাজীব সরকার, হামিদ কায়সার, শহীদ ইকবাল; ভ্রমণ, গণমাধ্যম, বাংলাদেশের নাটক ও আবৃত্তিচর্চা নিয়েও ছাপা হয়েছে প্রবন্ধ।

উত্তরাধিকার নবপর্যায় ৭৯তম, নতুন অভিযাত্রা ৩-এর প্রথমে রয়েছে মনস্বী লেখক যতীন সরকার-এর সাক্ষাৎকার, সরোজ মোস্তফা সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন। মনজুরে মওলা 'মা যদি হও রাজি' শীর্ষক প্রবন্ধে শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত কবিতা নিয়ে নতুন তথ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে কবিতার অন্তর্গত সত্যকে অনুসন্ধান করেছেন। পর্যালোচনা পর্বে 'হালিমা খাতুনের শিশুতোষ সাহিত্য' শিরোনামে লিখেছেন সন্‌জীদা খাতুন, 'মিনার মনসুরের ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত : জীবন ও কর্ম' শিরোনামে লিখেছেন তপন কুমার চক্রবর্তী, 'ফকির ইয়াছিনের আত্মপরিভ্রমণ' শিরোনামে লিখেছেন মোস্তাক আহমাদ দীন। দর্শন পর্বে 'পাওলো ফ্রেইরের চিন্তাসূত্র' শিরোনামে লিখেছেন আবদুল্লাহ আল মোহন, বিজ্ঞান পর্বে 'বিজ্ঞান ভাবনার নতুন মাত্রা' শিরোনামে লিখেছেন সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দার ইত্যাদি। এছাড়া নিয়মিত বিভাগে আছে কবিতা, গুচ্ছকবিতা ও গল্প।

৬.২ ধানশালিকের দেশ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি থেকে ধান শালিকের দেশ পত্রিকা মুদ্রিত হয়েছে ০২ (দুটি) সংখ্যা।

ধানশালিকের দেশ ৪৪-৪৬ বর্ষ বিশেষ যৌথ সংখ্যা

ধানশালিকের দেশ ৪৪-৪৬ বর্ষ বিশেষ যৌথ সংখ্যা গত ফেব্রুয়ারি ২০১৯ প্রকাশ পেয়েছে। সংখ্যাটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালের প্রতিবছরের ১ম থেকে ৪র্থ পর্যন্ত চারটি করে মোট বারোটি সংখ্যার উপাত্ত। প্রতি সংখ্যার মতো এ সংখ্যাটিও শিশু-কিশোর উপযোগী বিচিত্র বিষয়ভিত্তিক চিত্তাকর্ষক রচনায় সমৃদ্ধ। সেই সঙ্গে প্রায় প্রতিটি রচনার সঙ্গে রয়েছে প্রাসঙ্গিক অলংকরণ।

বর্ধিত কলেবরের এই বিশেষ সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহের মধ্যে রয়েছে খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের ধারাবাহিক লেখা 'নাসিরুদ্দীন হোজ্জার গল্প', বিশিষ্ট লেখক সুব্রত বড়ুয়ার নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক নিবন্ধ 'অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র', রয়েছে কথাশিল্পী ইমদাদুল হক মিলনের লেখা কিশোর-উপন্যাস, ছড়াকার ও গীতিকার ফজল-এ-খোদা রচিত শিশু-কিশোর উপযোগী গীতিনৃত্যনাট্য 'প্রজাপতি', চিরঞ্জীব শিশু শেখ রাসেলের ছোটোবেলা নিয়ে রফিকুর রশীদ লিখেছেন 'শেখ রাসেলের ইচ্ছে-ঘোড়া'। এছাড়াও রয়েছে কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক, ধ্রুব এষ, হাফিজ আল ফারুকী, নাসরীন মুস্তাফা প্রমুখের গল্প। আরও রয়েছে মঈনুস সুলতানের ভ্রমণকাহিনি, নাদিরা মজুমদার ও জাহিদ মুস্তাফার বিশেষ রচনা। রয়েছে আহসান হাবীবের আঁকা কার্টুন; আখতার হুসেন, মাকিদ হায়দার, আসলাম সানী, সুজন বড়ুয়াসহ বিশিষ্ট ছড়াকারদের ছড়া এবং আমীরুল ইসলামের একগুচ্ছ ছড়া। রয়েছে আন্দালিব রাশদী-র অনুবাদে রোয়াল্ড ডাল-এর বিশ্বখ্যাত কিশোর উপন্যাস 'মাতিলদা'। বাংলা একাডেমির হীরক জয়ন্তী ও ধানশালিকের দেশ পত্রিকার ইতিহাস বিষয়ে খালেক বিন জয়েনউদদীনের বিশেষ রচনা। এছাড়াও খ্যাতনামা অসংখ্য লেখক, কবি ও ছড়াকারের গল্প, কবিতা ও ছড়ার পাশাপাশি ছিল কার্টুন কমিকস্, বিচিত্র বিজ্ঞান, বিজ্ঞান বিষয়ক নানা রচনার পাশাপাশি একঝাঁক শিশু-কিশোরের লেখা গল্প, ছড়া-কবিতা ও ছবি।

ধানশালিকের দেশ ৪৭ বর্ষ যুগ্মসংখ্যা

ধানশালিকের দেশ ৪৭ বর্ষ জানুয়ারি-জুন ২০১৯ যুগ্মসংখ্যা গত জুন ২০১৯ প্রকাশ পেয়েছে। সংখ্যাটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে জানুয়ারি থেকে জুন ২০১৯ সালের প্রতিবছরের ১ম থেকে ২য় পর্যন্ত দুইটি সংখ্যার উপাত্ত। প্রতি সংখ্যার মতো এ সংখ্যায়ও শিশু-কিশোর উপযোগী বিচিত্র বিষয়ভিত্তিক চিত্তাকর্ষক রচনায় সমৃদ্ধ। সেই সঙ্গে প্রায় প্রতিটি রচনার সঙ্গে রয়েছে প্রাসঙ্গিক অলংকরণ।

বর্ধিত কলেবরের এই বিশেষ সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহের মধ্যে রয়েছে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রাবন্ধিক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর প্রবন্ধ 'বীর কে কার হওয়া উচিত'; শিক্ষাবিদ, লেখক ও জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের লেখা 'নিহত বন্ধুর স্মরণে লাইব্রেরি স্থাপন করেছিলাম'; রয়েছে মনজুরে মওলার রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা নিবন্ধ 'দুঃখ-জয়-করা এক রাজপুত্র'; ফরহাদ খানের ছেলেবেলা নিয়ে গদ্য 'গ্রামের কৈশোরকাল'; বুলবুল চৌধুরীর লেখা গদ্য 'দস্যু কেনারামের পালা', খায়রুল আলম সবুজের অনূদিত রূপকথা 'অরণ্যের ফাঁদে ছোট্টসোনা'; আলী ইমাম লিখেছেন বিদেশি গল্পের ছায়া অবলম্বনে কল্পকাহিনি 'পেগাসাস নক্ষত্রপুঞ্জের পঞ্চম লাল গ্রহের রহস্য', সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের লেখা গল্প 'ভয়'; মুহম্মদ জাফর ইকবালের লেখা গল্প 'বিবর্তন'। আরও রয়েছে লুৎফর রহমান রিটন, ধ্রুব এষের লেখা। এছাড়াও যারা প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন তারা হলেন—মোহিত কামাল, হারিসুল হক, আসিফ, নাসিমা আনিস, অদিতি ফাল্গুনী, তোরিফা নাজমিনা মণি, শাহেদ কায়েস, মঈন চিশতী, দীপ্তি দত্ত প্রমুখ। রূপকথা ও উপকথা লিখেছেন—মিঠুন রাকসাম, সুমনকুমার দাশ। কার্টুন-কমিকস্ এঁকেছেন—আহসান হাবীব ও আবু হাসান।

৬.৩ বাংলা একাডেমি পত্রিকা

সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা ত্রৈমাসিক বাংলা একাডেমি পত্রিকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি পত্রিকার দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যাগুলি হচ্ছে ৫৯ বর্ষ : ১ম-৪র্থ সংখ্যা থেকে ৬২ বর্ষ : ১ম-৪র্থ সংখ্যা এবং ৬৩ বর্ষ : ১ম-২য় সংখ্যা। সংখ্যাগুলিতে ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথমোক্ত সংখ্যায় সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন আবুল কাসেম, ময়ূখ চৌধুরী, শামীমা নাসরীন, মো. সাহাবউদ্দিন এবং মো. রেজাউল ইসলাম। বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে—আচার্য ভদ্রবাহুর 'কল্পসূত্র', শামসুর রাহমানের কবিতা, সা'দাত হাসান মান্টোর গল্প, অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাস 'শাদা হাওয়া' এবং সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের উপন্যাস 'আজগুবি রাতে'। ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন ফিরোজা ইয়াসমীন ও মো. মাইনুল ইসলাম। প্রথমোক্ত প্রবন্ধটির বিষয় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।

ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে প্রাচীন বাংলার নগরায়ণ ও বাংলায় ইসলামের আবির্ভাব। প্রবন্ধ দুটির রচয়িতা শারমীন আখতার ও মো. ইউসুফ সিদ্দিক। নাটক বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন মোহাম্মদ তানভীর আহমেদ ও শিল্পী খানম। প্রথমটি প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা নাট্যরীতির কাঠামো নিয়ে, অন্যটি সেলিম আল দীনের নব্বইয়ের গণ-আন্দোলন ভিত্তিক 'চাকা'।

এছাড়াও শিল্পের রসতত্ত্ব নিয়ে লতা সমদ্দার, নজরুলের শ্যামা সংগীত নিয়ে পীযূষ কুমার ভট্টাচার্য্য এবং জেন্ডার ধারণায়ন ও নারী নিয়ে রীপা রায় প্রবন্ধ লিখেছেন।

৬৩ বর্ষ : ১ম-২য় সংখ্যায়ও ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি এবং শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা মূল্যায়ন বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন মো. আবদুল ওহাব মিয়া, মো. আরিফুর রহমান, শামীম রেজা ও কুদরত-ই-হুদা। প্রবন্ধগুলি যথাক্রমে মঙ্গলকাব্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, রবীন্দ্রনাথের 'শেষ লেখা', বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চাশের দশকের কবিতা এবং ষাটের দশকের প্রথমার্ধের কবিতা। দিলারা হাশেম এবং সেলিনা হোসেনের উপন্যাস নিয়ে বিশ্লেষণী প্রবন্ধ লিখেছেন যথাক্রমে ফাল্গুনী তানিয়া এবং ফারজানা সিদ্দিকা। আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন গোলাম মুস্তাফা। নারীশিক্ষা ও নারীবাদ বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন মোছা. রূপালী খাতুন ও ফাহিমা

আক্তার। প্রথমটি রোকেয়ার 'মতিচূর', অন্যটি সওগাত পত্রিকায় নারীশিক্ষা প্রসঙ্গ। এছাড়া প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের সাংবাদিকতা নিয়ে মো. মিঠুন মিয়া, মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যার দর্শন ও তত্ত্ব-বিবেচনা বিষয়ে আহম্মেদ শরীফ, ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের কোরআন অনুবাদের ইতিবৃত্ত নিয়ে ইসরাত মেরিন এবং বার্টল্ট ব্রেখ্টের নাটক নিয়ে আরিফ হায়দারের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলা একাডেমি পত্রিকাটি এখন নিয়মিত বের হচ্ছে।

৬.৪ বাংলা একাডেমি বার্তা

বাংলা একাডেমি বার্তা একাডেমির ত্রৈমাসিক মুখপত্র। নবপর্যায়ে জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯, এপ্রিল-জুন ২০১৯ এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯ এই তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এতে একাডেমির সকল সেমিনার, আলোচনা সভা, প্রশিক্ষণ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং গবেষণামূলক কর্মসূচির বিশদ ও সচিত্র প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি দেশের খ্যাতিমান লেখক-শিল্পীদের প্রয়াণে একাডেমির শোকবাণী এবং স্মরণসভার খবরও এতে লিপিবদ্ধ থাকে। বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলার যাবতীয় সংবাদ বিবরণসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত বইমেলায় একাডেমির অংশগ্রহণের তথ্য সন্নিবেশিত হয়। অবসরে যাওয়া এবং প্রয়াত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরা হয় *বাংলা একাডেমি বার্তায়*। এপ্রিল-জুন ২০১৯ সংখ্যা থেকে চালু হয়েছে এই পত্রিকার একটি নতুন বিভাগ 'আমার বাংলা একাডেমি'। এই বিভাগে দেশের গুরুত্বপূর্ণ লেখক-বুদ্ধিজীবী এবং একাডেমির প্রাক্তন মহাপরিচালক, পরিচালক এবং অন্যান্য বিশিষ্টজনের স্মৃতিচারণ স্থান পাচ্ছে।

৭. উৎসব-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন

৭.১ বাংলা একাডেমির ৬৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

বাংলা একাডেমির ৬৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৪২৫/৩রা ডিসেম্বর ২০১৮ সোমবার দিনব্যাপী বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করে। সকাল ১০:০০টায় মহান ভাষা আন্দোলনের অমর শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে, বাংলা একাডেমির স্বপ্নদ্রষ্টা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সমাধিতে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়স্থ শহিদ বুদ্ধিজীবী সমাধিস্থলে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়।

বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বক্তৃতা, স্মৃতিচারণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির ভারপ্রাপ্ত সচিব অপরেশ কুমার ব্যানার্জী। **বৈশ্বিক পটভূমিকায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও জাতিরাষ্ট্র** শীর্ষক প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বক্তৃতা প্রদান করেন প্রাবন্ধিক, গবেষক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মফিদুল হক। সভাপতিত্ব করেন কথাসাহিত্যিক সুব্রত বড়ুয়া।

স্বাগত ভাষণে অপরেশ কুমার ব্যানার্জী বলেন, বাংলা একাডেমি বাঙালি জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ এবং সাংস্কৃতিক অগ্রসরমানতার প্রতীক প্রতিষ্ঠান।

প্রাবন্ধিক মফিদুল হক বলেন, বিশ শতকের মুক্তি-আন্দোলনের নিরিখে বৃহত্তর পরিসরে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাঙালির জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াই বিবেচনা করার রয়েছে অশেষ গুরুত্ব। বাঙালির জাতীয়তাবাদ অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সমন্বয়বাদী সম্প্রীতির যে আদর্শ বহন করে তা ধর্মবিভাজন অতিক্রম করে জাতিসত্তায় মিলনের পথ প্রশস্ত করে। জাতীয়তাবাদের ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী চরিত্র ধারণ করে এই সম্প্রীতির আদর্শে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বাঙালির জাতিরাষ্ট্র, আজকের ধর্মভিত্তিক সংঘাতময় বিশ্বে তার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের অভ্যুদয় তাই দাবি করে গভীরতর বিবেচনা ও বিশ্লেষণ। ২০২১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পঞ্চাশৎ বার্ষিকী সামনে রেখে বহুতর গবেষণা সম্পন্ন হবে, নতুন আলোকে আমরা চিনে নিতে পারবো আপন সত্তা ও এর তাৎপর্য, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়।

সভাপতির বক্তব্যে সুব্রত বড়ুয়া বলেন, বাংলা একাডেমির ৬৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী স্মরণ করিয়ে দেয় বাংলা ভাষা-সাহিত্যের চর্চা ও বিকাশে এই প্রতিষ্ঠানটির অবদানের কথা।

বাংলা একাডেমি জীবনের স্মৃতিচারণে অংশ নেন একাডেমির প্রাক্তন মহাপরিচালক কবি মনজুরে মওলা, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ, অধ্যাপক মনসুর মুসা, অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, প্রাক্তন সচিব মোঃ আলতাফ হোসেন, এবং প্রাক্তন পরিচালক রশীদ হায়দার, আসাদ চৌধুরী, মুহম্মদ নূরুল হুদা, ফরহাদ খান, আবদুল হান্নান ঠাকুর, জাকিউল হক, নুরুল ইসলাম বাঙালি প্রমুখ। তাঁরা বলেন, 'বাংলা একাডেমির সময় ছিল আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। এই প্রতিষ্ঠান আমাদের কাছে কেবল পেশাগত দায়িত্ব পালনের জায়গা ছিল না বরং জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের পবিত্র অঙ্গনে আমরা নিজেদের শ্রম ও মেধা যেমন নিয়োজিত করার সুযোগ পেয়েছি তেমনি ঋদ্ধ হয়েছি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির অনির্বাণ আলোয়।'

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রামেন্দু মজুমদার, আনোয়ারা সৈয়দ হক, নূরজাহান বোস, হাসান হাফিজ, আসলাম সানী, হালিম আজাদ প্রমুখ।

৭.২ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন এবং গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এবং ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত হত্যাযজ্ঞে শহিদ স্মরণে গণহত্যা দিবসে বাংলা একাডেমি বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

১১ই চৈত্র ১৪২৫/২৫শে মার্চ ২০১৯ সোমবার বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির রবীন্দ্রচত্বরে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী। **গণহত্যা : হাড়ের এ ঘরখানি** শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন লেখক ও সাংবাদিক জাহীদ রেজা নূর। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক মাহফুজা খানম, জাতীয় সংসদ সদস্য আরমা দত্ত এবং সাংবাদিক মো. সাইদুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

স্বাগত ভাষণে হাবীবুল্লাহ সিরাজী বলেন, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংস গণহত্যার কালরাত পেরিয়ে বাংলাদেশ একাত্তরে জেগে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের মহা-ভোরের মোহনায়। এই জাগরণকে আজ জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্য ও সার্থক করে তুলতে হবে।

প্রাবন্ধিক বলেন, একাত্তরে যে শিশুটির বয়স ছিল পাঁচ বছর, সে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বড়ো হয়, দেশকে অতীত বিস্মৃত হতে দেখে, পাকিস্তানি দালালদের আস্ফালন দেখে এ দেশে, যুদ্ধাপরাধীদের মন্ত্রী হতে দেখে, পাশাপাশি জাহানারা ইমামের গণআদালত দেখে, গণজাগরণ মঞ্চ দেখে, ঘাতকদের বিচার হতে দেখে। এবং এক সময় সে শিশুটি উপলব্ধি করে, নশ্বর জীবনে তাঁর আয়ু একদিন শেষ হবে, যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, তাদের সবাই একদির মারা যাবে, কিন্তু টিকে থাকবে এই দেশটা, যার নাম বাংলাদেশ। আর এই বাংলাদেশ টিকে থাকবে, যদি এ দেশের মানুষেরা যুগের পর যুগ ধরে তাদের গৌরবের মুক্তিযুদ্ধকে লালন করে। যদি এ দেশমাতৃকার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছে, তাঁদের সম্মান করে। এবং আক্ষরিক অর্থেই বুঝে বলে, 'দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা, কারো দানে পাওয়া নয়।'

আলোচকবৃন্দ বলেন, স্বাধীনতার উষালগ্নে নৃশংস ও নির্মম হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে পাক হানাদার বাহিনী বাংলার আত্মাকে বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এ অঞ্চলের উদার-অসাম্প্রদায়িক-মানবতাবাদী মানুষ তাদের স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্ক্ষাকে বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ নেতৃত্ব-নৈপুণ্যে বাস্তবে রূপ দিয়ে পাকবাহিনীর বর্বরতার জবাব দিয়েছে। তারা বলেন, স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে জনদাবির বাস্তবায়নকল্পে ধারাবাহিকভাবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পাদন করে জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করেছে। তবে কলঙ্কমুক্তির কাজ এখনও শেষ হয়নি। বহু যুদ্ধাপরাধী ব্যক্তি ও সংগঠন এখনও বিচারের আওতায় আসেনি। আর সমাজের সর্বস্তর থেকে যুদ্ধাপরাধী এবং গণহত্যার দোসরেরা এখনও নির্মূল হয়নি। তাই সরকারের উদ্‌যোগের পাশাপাশি সামাজিক জাগরণ ও প্রতিরোধের মাধ্যমেই মুক্তিযুদ্ধের চার মূলনীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশকে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে গণহত্যা চালিয়ে পাক হানাদার বাহিনী আমাদের যে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন করেছে তার সুষ্ঠু বিচার জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করার প্রাথমিক ধাপ অতিক্রম করেছে। তবে এক্ষেত্রে এখনও আমাদের বহুদূর যাওয়ার রয়েছে, বিশেষত নজিরবিহীন গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের ক্ষেত্রে।

রাত ৯:০০টা থেকে ৯:০১ মিনিট পর্যন্ত গণহত্যায় শহিদ স্মরণে প্রতীকী ব্লাক-আউট পালন করা হয়।

৭.৩ নববর্ষ উদ্‌যাপন

বাংলা নববর্ষ ১৪২৬ বরণ উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি নববর্ষ বক্তৃতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বইয়ের আড়ং-এর আয়োজন করে। ১লা বৈশাখ ১৪২৬/১৪ই এপ্রিল ২০১৯ রবিবার সকাল ৮:০০টায় একাডেমির রবীন্দ্র-চত্বরে নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এই বর্ষবরণ অনুষ্ঠিত হয়। নববর্ষ-বক্তৃতা প্রদান করেন প্রাবন্ধিক-গবেষক মফিদুল হক। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী।

মফিদুল হক বলেন, রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ নবীন তবে আমাদের সাংস্কৃতিক ভিত্তিটা প্রাচীন। বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি, দর্শন ও ঐতিহ্য আমাদের সমৃদ্ধ আগামীর জন্য পাথেয় হতে পারে। দীর্ঘ ইংরেজ শাসনামল এবং পাকিস্তান শাসকদের বাঙালি সংস্কৃতি বিরোধী অবস্থান আমাদের গ্রামীণ বৈশাখকে পরাভূত করতে পারেনি। আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও শক্তিময়তার নিরিখে জয় হোক পহেলা বৈশাখের।

সভাপতির বক্তব্যে একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী বলেন, এবারের নববর্ষ ১৪২৬ আমাদের জাতীয় দুটো বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত–একটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ ও অন্যটি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। আমাদের পহেলা বৈশাখকে বাঙালি জাতির উত্থান ও বিকাশের সঙ্গে সমন্বিত করে নিতে পারলে এই উদ্‌যাপন আমাদের আত্মার হয়ে উঠবে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন, কণ্ঠশিল্পী সেমন্তী মঞ্জরী, জুলি শারমিন, বিমান চন্দ্র বিশ্বাস, মোঃ মশিউর রহমান রিংকু এবং ইসরাত জাহান জুঁই।

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে বইয়ের আড়ং

বাংলা নববর্ষ ১৪২৬ উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে একাডেমি প্রকাশিত বইয়ের আড়ং শুরু হয়। উদ্বোধন করেন একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী। বইয়ের আড়ং ১লা বৈশাখ থেকে ১০ই বৈশাখ পর্যন্ত প্রতিদিন বেলা ১০:০০টা থেকে রাত ৯:০০টা পর্যন্ত চলে।

৮. একক বক্তৃতানুষ্ঠান

৮.১ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ১৩৩তম জন্মবার্ষিকী

বাংলা একাডেমি ২৭শে আষাঢ় ১৪২৫/১১ই জুলাই ২০১৮ বুধবার বিকেল ৪:৩০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে বহুভাষাবিদ, গবেষক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ১৩৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। *মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ভাষানীতি ও ভাষাপরিকল্পনা-ভাবনা* শীর্ষক একক বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

স্বাগত ভাষণে অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান বলেন, বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠায় যেমন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতো মনীষীদের মহৎ স্বপ্ন কাজ করেছে তেমনি একাডেমিও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে স্মরণে রেখেছে নানা মাত্রিকতায়। তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলা একাডেমির মূল ভবন। একাডেমি প্রকাশিত ড. *মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ স্মারকগ্রন্থ* বিদ্বৎসমাজের কাছে আদৃত হয়েছে।

একক বক্তা অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী বলেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র কর্মজীবন ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। কিন্তু অন্যান্য পেশার চেয়ে শিক্ষকতাকেই তিনি শ্রেয়তম পেশা হিসেবে

গ্রহণ করেন এবং অবশিষ্ট জীবনে সেই পরিচয়কেই মহিমান্বিত করেছেন। বলা যায়, নিরলস শ্রম ও অপার অধ্যবসায়ই তাঁকে 'জ্ঞানতাপস' এবং সমকালীন বিদ্বৎসমাজের শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধিতে রূপান্তরিত করেছে। তাঁর চিন্তাজগৎ ও সৃষ্টিকর্ম আমাদের সমৃদ্ধ করে, তাঁর রচনা আমাদের আত্ম-আবিষ্কারে প্রণোদিত করে। তিনি বলেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র রচনাসম্ভার বিষয়-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ–গবেষণামূলক প্রবন্ধ, সৃষ্টিশীল রচনা, অনুবাদকর্ম, শিশুতোষ রচনা, পাঠ্যবই প্রণয়ন, অভিধান সংকলন–সর্বত্রই তাঁর সাফল্য ও সার্থকতা অপার। পাকিস্তান আমলে রাষ্টভাষা প্রশ্নে উদ্ভূত বিতর্কে তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে বাংলার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছেন–এটা তাঁর জন্য কেবল আবেগের বিষয় ছিল না বরং ভাষাবিজ্ঞানী হিসেবেও তিনি মনে করতেন মাতৃভাষার মর্যাদা যে কোনো নাগরিকের কাছে প্রথম ও প্রধান। তাঁর ভাষাভাবনা ও নানামুখী চিন্তার স্মারক তাঁর অভিভাষণগুচ্ছ। একক বক্তা বলেন, আমরা আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিসহ জাতীয় জীবনের যেকোনো সংকটে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি; লাভ করতে পারি অনিবার্য নির্দেশনা।

সভাপতির ভাষণে জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, অন্যান্য কৃতির পাশাপাশি ভাষা বিষয়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র গবেষণাকর্ম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ নিয়ে শুধু গবেষণাই করেননি, একই সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে দৃঢ় অবস্থানও নিয়েছেন যা তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে।

৮.২ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭৭তম মৃত্যুবার্ষিকী

বাংলা একাডেমি ২২শে শ্রাবণ ১৪২৫/৬ই আগস্ট ২০১৮ সোমবার বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭৭তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। *আজকের বিশ্বে রবীন্দ্রসৃজনের প্রাসঙ্গিকতা* শীর্ষক একক বক্তৃতা প্রদান করেন নাট্যজন আতাউর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

স্বাগত ভাষণে মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, বাংলা সাহিত্যের সকল শাখায় বিচরণ করে রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঋদ্ধ করেছেন, ঋণী করেছেন। বাঙালি জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টির ঐশ্বর্যে আলোকিত করে রেখেছেন।

একক বক্তা আতাউর রহমান বলেন, রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবসে তাঁকে স্মরণ করতে গিয়ে বলতে হয় মৃত্যুকে তিনি আবিষ্কার করেছেন অমৃত করে কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন মহৎ মানবাত্মার কোনো বিলয় নেই। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করে আমাদের পূর্ববঙ্গেরও। কারণ পূর্ববঙ্গে অবস্থান তাঁকে পরিপূর্ণ রবীন্দ্রনাথ করেছে, মাটি ও মানুষের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধেছে। রবীন্দ্রনাথের নাটকে আমরা লক্ষ করবো আগল ভাঙার পালা। তিনি *অচলায়তন*, *রক্তকরবী*, *রথের রশি*, *রাজা* কিংবা *ডাকঘর*-এর মতো নানামাত্রিক নাটকে একদিকে যেমন কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, ক্ষমতার মদমত্ততার বিরুদ্ধে স্বর শানিত করেছেন অন্যদিকে তেমনি সভ্যতার সুষমায় নারীশক্তির শুভ উদ্বোধন কামনা করেছেন, পাষাণ রাজতন্ত্রের বিপরীতে চিরায়ত হৃদয়তন্ত্রের গান গেয়েছেন। শাস্ত্রের দেবতার বাইরে গিয়ে প্রাণের দেবতার আরাধনা করেছেন তিনি। একক বক্তা বলেন, রবীন্দ্রনাথ যেমন সারাজীবন মানুষের অনিঃশেষ শুভ ক্ষমতার প্রতি আস্থাশীল ছিলেন তেমনি তাঁর জীবনের শেষ অভিভাষণেও তিনি মানুষের প্রতি শর্তহীন বিশ্বাস স্থাপন করে গেছেন। আমাদের আনন্দ-বেদনায়, দুঃখে-হর্ষে, সংকটে, সংগ্রামে ও সংকল্পে এভাবেই রবীন্দ্রনাথকে আমরা আমাদের একান্ত আপন করে পাই, এভাবেই তিনি আমাদের ব্যক্তি ও সমষ্টিজীবনে চিরপ্রাসঙ্গিক।

সভাপতির বক্তব্যে জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে ওঠে আন্তর্জাতিকতাবাদের সাধনার সূত্রে রবীন্দ্রনাথ আজ ও আগামীতে প্রাসঙ্গিক হয়ে রয়েছেন। তাঁর প্রাসঙ্গিকতার বহু ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে শিক্ষাভাবনা ও পল্লি পুনর্গঠন চিন্তা। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিলগ্ন কবি ও ভাবুক কিন্তু একই সঙ্গে সভ্যতার বিকাশে প্রযুক্তির ভূমিকাকেও স্বাগত জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের রচনা এভাবে আমাদের প্রাণের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে।

৮.৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি চারদিনব্যাপী বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করে। ২৮শে শ্রাবণ ১৪২৫/১২ই আগস্ট ২০১৮ রবিবার বিকেল ৫:০০টায় বঙ্গবন্ধুবিষয়ক গ্রন্থ প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। প্রদর্শনী চলে ১২ থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত। প্রদর্শনীতে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম বিষয়ে দেশ-বিদেশের লেখকদের চারশতাধিক বই ও সংকলন স্থান পায়। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

বিকেল ৫:১৫টায় একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় **বাঙালির বঙ্গবন্ধু** শীর্ষক একক বক্তৃতানুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। একক বক্তৃতা প্রদান করেন কবি কামাল চৌধুরী। বঙ্গবন্ধু রচিত *কারাগারের রোজনামচা* গ্রন্থ থেকে পাঠ করেন এস. এম. মহসীন। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

স্বাগত ভাষণে মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ অবিচ্ছেদ্য ও সমার্থক শব্দ-প্রায়। তাঁর সাহসী ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আমরা স্বাধীন ভূখণ্ড এবং লাল-সবুজের পতাকা অর্জন করেছি। আজও তাঁরই প্রেরণায় আমরা এগিয়ে চলেছি উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে।

বাঙালির বঙ্গবন্ধু শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করে কবি কামাল চৌধুরী বলেন, ভাষা আন্দোলনের কূলপ্লাবি স্রোত বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় এবং এই

পর্বে মূল নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ একত্র হয়ে এক অখণ্ড বাঙালি জাতিতে পরিণত হয়েছিল। এভাবেই সংগ্রাম ও আন্দোলনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পাকিস্তানিদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধু জাতিকে স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত করে একটি সংগ্রামমুখী সশস্ত্র জাতিতে পরিণত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু আমাদের ইতিহাসের প্রথম বাঙালি যাঁর অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় ঐক্য, বাঙালি জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় অবয়বে। তিনি বলেন, অসাম্প্রদায়িক জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আগে অনেকেই দেখেছেন কিন্তু বাস্তবায়ন ঘটেছে বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী নেতৃত্বে। বিশ্বব্যবস্থার বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের অভিবাসনের ইতিহাস আমরা জানি। একই ভাষাভাষীর মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাস করে। বাঙালিরও একটি বৃহৎ অংশ এখন ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও অনেক বাঙালির বসবাস। বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি একটি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। বঙ্গবন্ধু এ কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন বলেই তিনি বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের জনক। একক বক্তা বলেন, সংগ্রাম ও আন্দোলনের সুদীর্ঘ যাত্রায় বাঙালি বঙ্গবন্ধুকে আপন করে নিয়েছিল তাদের একজন হিসেবে, বাঙালির ইতিহাসের প্রধান নায়ক হিসেবে। বাঙালির জাগরণের চূড়ান্তপর্বে জাতি ও তাঁর নাম সমার্থক হয়ে উঠেছিল। আজও বাঙালি এবং তাঁর পরিচয় সমার্থক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ আমাদের প্রাত্যহিকতায় মিশে আছেন–মিশে থাকবেন জাতির অগ্রযাত্রার প্রতিটি অনুভবে–সাহস, শক্তি ও অনুপ্রেরণা হিসেবে।

সভাপতির বক্তব্যে একাডেমির সভাপতি ও জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছি এবং জয়লাভ করেছি। যত চেষ্টাই হোক না কেন বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। বস্তুত বঙ্গবন্ধুর জীবন ও বাংলাদেশ একাকার হয়ে গেছে। জীবদ্দশায় তিনি যেমন আমাদের সংগ্রাম ও সংকল্পের প্রতীক ছিলেন, মৃত্যুর এত বছর পরও তিনি তাঁর সেই স্থানেই স্বমহিমায় বিরাজিত রয়েছেন।

৮.৪ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি দু'দিনব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

১২ই ভাদ্র ১৪২৫/২৭শে আগস্ট ২০১৮ সোমবার সকাল ৭:০০টায় বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে জাতীয় কবির সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে বাংলা একাডেমি ১৫ই ভাদ্র ১৪২৫/৩০শে আগস্ট ২০১৮ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে একক বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। *নজরুলকাব্যে মিথিক-ঐতিহ্যিক প্রতিমা : ফিরে দেখা* শীর্ষক একক বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক ভীষ্মদেব চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।

স্বাগত ভাষণে মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, নজরুল ছিলেন এক বহুমাত্রিক প্রতিভা। যে অসাম্প্রদায়িক-শোষণমুক্ত সমাজ-রাষ্ট্র ও বিশ্বের স্বপ্ন দেখেছেন আমাদেরও সে পথে এগোতে হবে। তবেই এদেশে নজরুল চেতনার যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটবে।

একক বক্তা অধ্যাপক ভীষ্মদেব চৌধুরী বলেন, কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন সমন্বয়বাদী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সার্থক উত্তরাধিকার। 'প্রলয়োল্লাস' এবং 'বিদ্রোহী'তে তিনি যে নিপুণভাবে ঐতিহ্য ও মিথের ব্যবহার করেছেন তা সত্যি বিস্ময়কর। ইসলামি ঐতিহ্য, হিন্দু এবং গ্রিক মিথের স্বচ্ছন্দ ব্যবহারের সমান্তরালে নজরুল-কাব্যে খ্রিষ্ট ও বৌদ্ধ ঐতিহ্যেরও গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। তিনি বলেন, কাজী নজরুল ইসলাম কবিতায় তাঁর বক্তব্যের যথার্থতা ফুটিয়ে তোলার বাহন হিসেবে বিপুলভাবে মিথ ও ঐতিহ্যের অনায়াস ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন। তাঁর অসাম্প্রদায়িক মানসের প্রকৃত সন্ধান পেতে হলে সমগ্র নজরুল রচনার পাঠ অত্যন্ত জরুরি। কারণ তাঁর কাব্যে ও অন্যান্য রচনায় মিথের ব্যবহার কোনো খণ্ডিত সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে না বরং সামগ্রিকভাবে বিশ্ব মানবমঙ্গলের আহ্বান ধ্বনিত করে।

সভাপতির বক্তব্যে জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সাহিত্যসৃষ্টির পরিসর পর্যন্ত নজরুল বিরল এক অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্বের নাম। আমাদের দুর্ভাগ্য তাঁর মতো অনন্য প্রতিভাকে এখনও আমরা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারিনি। এখন সময় এসেছে সব ধরনের সংকীর্ণতামুক্ত হয়ে নজরুলকে তাঁর যথার্থ বৈশ্বিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা।

সাংস্কৃতিক পর্বে আবৃত্তি পরিবেশন করেন আবৃত্তিশিল্পী মো. রফিকুল ইসলাম। নজরুলগীতি পরিবেশন করেন শিল্পী ডালিয়া নওশীন এবং মাকসুদুর রহমান মোহিত খান।

৮.৫ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ১৪৭তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান গবেষক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ১৪৭তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ২৫শে আশ্বিন ১৪২৫/১০ই অক্টোবর ২০১৮ বুধবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে একক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। *মুসলিম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণে সাহিত্যবিশারদের ভূমিকা* শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন ড.

তারিক মনজুর। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

স্বাগত ভাষণে মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, বাংলা পুথির স্বকীয় আবেদন সৃষ্টিতে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

একক বক্তা ড. তারিক মনজুর বলেন, রক্ষণশীল সামাজিক পরিবেশের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ তাঁর একজীবনের শ্রম ও সাধনায় বিপুলসংখ্যক পুথি সংগ্রহ করেছেন, পাঠোদ্ধার সম্পন্ন করেছেন। তাঁর আবিষ্কৃত পুথিসমূহকে সংগত কারণেই 'মধ্যযুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্যে প্রবেশপথের প্রদীপ' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তিনি বলেন, বৈজ্ঞানিক উপায়ে পুথি সংরক্ষণেও সাহিত্যবিশারদের অবদান অবিস্মরণীয়। সংগ্রহকর্মকে সাহিত্যের বহমান ধারার সঙ্গে যুক্ত করতে তিনি পুথির যথাযথ ব্যাখ্যা-ভূমিকা-টীকাভাষ্য প্রদানের মধ্য দিয়ে পুথির পরিচিতি নির্মাণ করেছেন। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ যেমন *ইসলামাবাদ* নামক গ্রন্থের মাধ্যমে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় তাঁর সাফল্যের পরিচয় রেখেছেন তেমনি সাহিত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধগুচ্ছ ধারণ করেছে তাঁর স্বতন্ত্র চিন্তাপদ্ধতির ধারাক্রম। গবেষণার জন্য তিনি নিজ জীবনে স্বল্পে সন্তুষ্ট থেকেছেন কিন্তু বাংলা সাহিত্যের জন্য রেখে গেছেন তাঁর অমূল্য দান।

সভাপতির বক্তব্যে জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, দীর্ঘ ছয় দশকের সাধনায় আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ আড়াই হাজারের মতো পুথি সংগ্রহ করেন। তাঁর সংগৃহীত পুথির মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম উভয় কবির বিরল সৃষ্টি আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয় এবং বিশেষভাবে বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। পরবর্তীকালে যাঁরাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন তাঁদের গবেষণায় সাহিত্যবিশারদের সংগৃহীত ও ব্যাখ্যাকৃত পুথি বিশেষ সহায়তায় এসেছে।

৮.৬ কবি শামসুর রাহমানের ৯০তম জন্মদিন

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি শামসুর রাহমানের ৯০তম জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ৮ই কার্তিক ১৪২৫/২৩শে অক্টোবর ২০১৮ মঙ্গলবার বিকেল ৩:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে একক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। বক্তৃতা প্রদান করেন শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক রফিকউল্লাহ খান। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির ফেলো, বিশিষ্ট কবি আসাদ চৌধুরী। শামসুর রাহমানের 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা' কবিতার আবৃত্তি পরিবেশন করেন শিমুল মুস্তাফা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কবি আসাদ মান্নান, হালিম আজাদ, লিলি হক প্রমুখ।

স্বাগত ভাষণে মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, যতদিন বাংলা ভাষা ও কবিতা বহমান থাকবে ততদিন উচ্চারিত হবে কবি শামসুর রাহমানের অমর নাম।

একক বক্তা অধ্যাপক রফিকউল্লাহ খান বলেন, শামসুর রাহমানের কবিতা ধারণ করেছে আমাদের সমাজসত্তার সামগ্রিক বিবর্তন। তিনি আমাদের চেতনার কাব্যিক রূপকার। ভাষা আন্দোলন পূর্ববাংলার কবিতাকে যেভাবে বদলে দিয়েছে শামসুর রাহমানের কবিতাকেও সে প্রেক্ষাপটে বিচার করতে হবে। নিভৃত কাব্যলোক থেকে তিনি সমকালের রক্তক্ষতে আলোড়িত হয়েছেন, জাতীয় জীবনের মূল কেন্দ্রস্বরকে তাঁর জীবনচেতনায় ভাস্বর করে তুলেছেন। তিনি বলেন, নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতা থেকে শামসুর রাহমান যেভাবে জনতার স্বাধীনতাকামী ময়দানে কবিতাকে নিয়ে এসেছেন–তা বাংলা কবিতার জন্য এক অনন্য অভিজ্ঞতা।

সভাপতির বক্তব্যে কবি আসাদ চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের সমাজমানসের বিবর্তনের সঙ্গে শামসুর রাহমানের কবিতাকে মিলিয়ে পাঠ করলে আমরা দেখব তিনি এ অঞ্চলের সমস্ত সংগ্রামী, সদর্থক ও শুভবাদী আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যোগাযোগ অনুভব করেছেন। কবিতাকে জনপ্রিয় করেছেন। শিল্পমান অক্ষুণ্ন রেখেও কবিতাকে যে মানুষের কাছাকাছি নিয়ে আসা যায়–সে সত্য তাঁর হাতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। উদ্ভট উটের পিঠে স্বদেশকে চলতে দেখেও তিনিই সেই কবি–যিনি বলতে পারেন 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে।'

৮.৭ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান

বাংলা একাডেমি ৩০শে অগ্রহায়ণ ১৪২৫/১৪ই ডিসেম্বর ২০১৮ শুক্রবার শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করে। সকাল ৭:৩০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়স্থ বুদ্ধিজীবী সমাধিস্থল, মিরপুরস্থ শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ এবং রায়েরবাজার শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে একক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। বক্তৃতা প্রদান করেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার। সভাপতিত্ব করেন কবি আসাদ চৌধুরী।

স্বাগত বক্তব্যে মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, বুদ্ধিজীবীরা হচ্ছেন সমাজের আত্মার কারিগর। বাংলাদেশের স্বাধীনতালাভের সূর্যোদয়ের মুহূর্তে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর এদেশীয় দোসরেরা আমাদের মুক্তিকামী বুদ্ধিজীবীদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। ঘাতকদের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করা।

বুদ্ধিজীবীর দায় শীর্ষক বক্তৃতায় একক বক্তা রামেন্দু মজুমদার বলেন, পুরো পাকিস্তান আমল জুড়ে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের মেধা ও শ্রমে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ ঘটিয়েছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙালি সংস্কৃতি একটি জনগোষ্ঠীকে সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ থেকে ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী চেতনার দিকে ধাবিত করেছে।

ভাষা আন্দোলন, রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন, গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম–এ সব কিছুতে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন অগ্রভাগে। একাত্তরে তাই এ দেশের কৃতী বুদ্ধিজীবীরা পাক হানাদারবাহিনী এবং তাদের দোসরদের বর্বরতা ও নৃশংসতার স্বীকার হয়েছেন। তিনি বলেন, বুদ্ধিজীবীদের রক্তের উপর দাঁড়ানো বাংলাদেশে আমরা আজ স্বাধীন বুদ্ধিজীবীদের নিদারুণ অভাব অনুভব করি। সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ যখন প্রধান হয়ে ওঠে তখন কোনো বুদ্ধিজীবীর পক্ষেই স্বাধীন ও সৎ অবস্থান গ্রহণ সম্ভব হয় না। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর প্রাকলগ্নে দাঁড়িয়ে আমরা দেশ ও জাতির স্বার্থে সর্বক্ষেত্রে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের দায়বদ্ধ ও সাহসী ভূমিকা প্রত্যাশা করি।

সভাপতির ভাষণে কবি আসাদ চৌধুরী বলেন, বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ মানুষের মিলিত সংগ্রামে আমরা পাকিস্তানি উপনিবেশের কাঠামো ভেঙে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাংলা ভাষা-সাহিত্য এবং বাঙালি সংস্কৃতি যে রাজনৈতিক আন্দোলনের দুর্বার সাথি হতে পেরেছে–তার নেপথ্যে ছিল এদেশের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা। তাঁদের স্মৃতির প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হলে সমন্বয়বাদী বাঙালি বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার চর্চা করতে হবে।

৮.৮ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

বাংলা একাডেমি ২রা পৌষ ১৪২৫/১৬ই ডিসেম্বর ২০১৮ রবিবার মহান বিজয় উপলক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করে। সকাল ৮:০০টায় একাডেমির পক্ষ থেকে সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির নজরুল মঞ্চে একক বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। *বিজয় কথা* শীর্ষক একক বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

স্বাগত ভাষণে মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী বাংলাদেশ আজ সর্বক্ষেত্রে বিজয়ী। আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই বিজয়কে সংহত এবং আরও ব্যাপ্ত করা প্রয়োজন।

বিজয় কথা শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করে অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, মুক্তিযুদ্ধ কোনো আকস্মিকতার ফল নয় বরং ইতিহাসের এক অনিবার্য ধারবাহিকতার নাম। ১৯৪৭ সালেই ১৯৭১-এর বীজ রোপিত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে তাৎপর্যের দিক হচ্ছে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোর বিরুদ্ধে আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনা করেছি। এর মধ্য দিয়ে আমরা বিবেকী বিশ্বের সমর্থন অর্জন করেছি। ষাটের দশকের বিশ্বব্যাপ্ত বুদ্ধির মুক্তি ও জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের আভায় আমরা স্নাত হয়েছি। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল গণতান্ত্রিক এবং আলোক-অভিসারী। তিনি বলেন, একাত্তরে বিজয়ী বাংলাদেশ আজ নানাক্ষেত্রেই বিস্ময়কর অগ্রগতির অধিকারী। তবু আমাদের আত্মসমালোচনার জায়গাও রয়েছে। এখনও শ্রেণিবৈষম্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এখনও আমরা মানববান্ধব আইন ও বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি, এখনও শিক্ষার যথাযথ মান নিশ্চিত করতে পারিনি। এ অবস্থার অবসানকল্পে আমাদের সবাইকে মুক্তিযুদ্ধের সত্যের মধ্য দিয়ে আত্মশক্তিতে জাগ্রত হয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সভাপতির ভাষণে জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের এই দিনে সকল শহিদকে স্মরণের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলকেও স্মরণে রাখতে হবে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পোল্যান্ডের আন্তরিক সহযোগিতার কথা কোনোদিনই বিস্মৃত হবার নয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশে সাধারণ মানুষ যেমন মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয়কে সম্ভব করে তুলেছে তেমনি আজ দেশকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রেও সাধারণ মানুষের ভূমিকাই সর্বাগ্রে স্মরণীয়।

৮.৯ ৭ই মার্চের ভাষণ

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণের বার্ষিকীতে বাংলা একাডেমি ২৩শে ফাল্গুন ১৪২৫/৭ই মার্চ ২০১৯ বৃহস্পতিবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে একক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রদান করেন অর্থনীতিবিদ ও লেখক ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

স্বাগত বক্তব্যে হাবীবুল্লাহ সিরাজী বলেন, ৭ই মার্চ ১৯৭১ থেকে ৭ই মার্চ ২০১৯–এই পরিক্রমায় বাঙালি জাতিসত্তা, ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি যে পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে তার মূলে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর অসামান্য ঐতিহাসিক অবদান। অনন্তকাল ধরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ভাষণ বাংলার মানুষের সার্বিক মুক্তির সনদ এবং বিকাশের সূত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ : ইতিহাস কথা কয় শীর্ষক একক বক্তৃতায় ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ ১৯৭১-এ প্রদত্ত ১৮ মিনিটের ভাষণটি তাঁর স্বভাবসুলভ তাৎক্ষণিক বক্তব্য ছিল, পূর্বে তৈরি করা বক্তৃতা নয়। এটিকে অনেকেই রাজনীতির কবিতা বলে থাকেন। তুলনা করা হয় আব্রাহাম লিংকন, উইনস্টন চার্চিল, মার্টিন লুথার কিং ও পেরিক্লিসের মহতী যুগান্তকারী ভাষণগুলোর সাথে। এর মহত্ত্ব ও বিরাটত্বের কারণে ২০১৭ সালের অক্টোবরে জাতিসংঘের এডুকেশন, কালচার ও সাইন্টিফিক অর্গানাইজেশন, *ইউনেস্কো* বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের অসাধারণ ভাষণটিকে

পৃথিবীর অন্যতম 'ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজ' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতিকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। ভাষণটির অসাধারণত্ব, এর স্বতঃস্ফূর্ততা, নির্ভীকতা, সম্যক উপলব্ধি ও তেজস্বী উচ্চারণ প্রকৃতপক্ষে বাঙালি জনগণের প্রথমবারের মতো স্বাধীনতার চরম ও পরম আকাঙ্ক্ষাকে বাঙ্ময় করে তোলে। ভাষণটি অবশ্যই বহুমাত্রিক, গুরুগম্ভীর ও ওজনদার–প্রকৃতপক্ষে বাঙালি ও শেখ মুজিবের স্বপ্নসাধনার স্বাধীনতা ও মুক্তির সুস্পষ্ট উচ্চারণ এটি। সামগ্রিক বিচারে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণটি স্বাধীনতাকে সংজ্ঞায়িত করেছে, চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতা অর্জনের দিকনির্দেশনা দিয়েছে, প্রকাশ করেছে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের রূপরেখা–রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্বাধীনতা এবং কল্যাণরাষ্ট্রে বিশেষ করে কম ভাগ্যবানদের অর্থনৈতিক মুক্তিসহ সোনার বাংলা গড়ে তোলা। দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর বলিষ্ঠ প্রত্যয় আছে এ ভাষণের বাক্যগুলোর অন্তরে অন্তরে।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, ৭ই মার্চের সংক্ষিপ্ত ভাষণের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ইতিহাস ও সমকালীন রাজনীতির বিশ্বস্ত ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। মৌখিক এই ভাষণ যারাই শুনেছেন, তারাই এর অসামান্য মর্ম উপলব্ধি করেছেন। সংগত কারণেই এ ভাষণ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন–ড. এম সাইদুজ্জামান, অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান, কথাশিল্পী আনোয়ারা সৈয়দ হক, কবি কাজী রোজী, কবি রুবী রহমান, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান, কবি কামাল চৌধুরী, কবি হারিসুল হক প্রমুখ।

৮.১০ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৮তম জন্মবার্ষিকী

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৮তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ২৫শে বৈশাখ ১৪২৬/৮ই মে ২০১৯ বুধবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে একক বক্তৃতা, রবীন্দ্র পুরস্কার-২০১৯ প্রদান এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী। *রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশ : শিক্ষা ও স্বদেশ ভাবনা* শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক আনোয়ারুল করীম। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

স্বাগত ভাষণে হাবীবুল্লাহ সিরাজী বলেন, বাংলা একাডেমি গত এক দশক যাবৎ রবীন্দ্র-গবেষণা এবং রবীন্দ্রসংগীত প্রসারে অবদানের জন্য *রবীন্দ্র-পুরস্কার* প্রদান করে আসছে যা এদেশের রবীন্দ্রচর্চার প্রণোদনায় বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। তিনি বলেন, বাংলা একাডেমি পাঁচ খণ্ডে *রবীন্দ্রজীবন* প্রকাশের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে চারটি খণ্ড প্রকাশ পেয়েছে। আমরা আশা করি আহমদ রফিক প্রণীত *রবীন্দ্রজীবন*-এর বাকি একটি খণ্ড অচিরেই প্রকাশ পাবে।

একক বক্তা অধ্যাপক আনোয়ারুল করীম বলেন, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ও স্বদেশভাবনা অনন্যতার দাবি রাখে। তাঁর শিক্ষাভাবনা ছিল প্রায়োগিক এবং বৈজ্ঞানিক। তিনি পূর্ববাংলায় জমিদারির দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন কিন্তু একই সঙ্গে পালন করেছেন মানবিক আসমানদারির দায়িত্ব। বাংলার শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের জীবন মানোন্নয়নে তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না। তিনি ঔপনিবেশিক শক্তির হাতে তাঁর স্বদেশভূমিকে লুণ্ঠিত হতে দেখেছেন। এই লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে আত্মশক্তি জাগরণের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশকে নতুন করে নির্মাণের ব্রত নিয়ে আমৃত্যু সাধনা করে গেছেন।

অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত *রবীন্দ্র পুরস্কার-২০১৯* প্রদান করা হয়। রবীন্দ্রসাহিত্যে গবেষণায় সামগ্রিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অধ্যাপক সফিউদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক বেগম আকতার কামাল এবং রবীন্দ্রসংগীত চর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ শিল্পী ইকবাল আহমেদকে *রবীন্দ্র পুরস্কার ২০১৯* প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক ও শিল্পীর হাতে পুষ্পস্তবক, সনদ, সম্মাননা স্মারক ও পুরস্কারের অর্থমূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলে দেন বাংলা একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ও মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী।

রবীন্দ্র পুরস্কার ২০১৯-প্রাপ্ত সুধীজন বলেন, বাংলা একাডেমির রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্তি জীবনের বিশেষ অর্জন। রবীন্দ্রগবেষণা ও চর্চায় আরও নিবিড়ভাবে নিবিষ্ট হওয়ার দায় এ পুরস্কার তৈরি করবে।

সভাপতির বক্তব্যে জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার মূলে ছিল আনন্দের ধারণা, যে শিক্ষা-কাঠামোয় কঠিন শাসনের পরিবর্তে ছিল উদারতার আবহ। রবীন্দ্রনাথ দেশপ্রেমে স্নাত ছিলেন তবে কোনোভাবেই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মানবভাবনার মূলে ছিল অসাম্প্রদায়িক বিশ্বনাগরিকের সুদৃঢ় অবস্থান।

৮.১১ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২০তম জন্মবার্ষিকী

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬/২৬শে মে ২০১৯ রবিবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে নজরুল বিষয়ক একক বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা আবৃত্তি করেন ডালিয়া আহমেদ এবং নজরুলগীতি পরিবেশন করেন শিল্পী ইয়াসমিন মুশতারী। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী। *নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা* শীর্ষক একক বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক সৌমিত্র শেখর। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

স্বাগত ভাষণে হাবীবুল্লাহ সিরাজী বলেন, বাংলা একাডেমির সঙ্গে নজরুল জড়িয়ে আছেন নিবিড় একাত্মতায়। আমরা শীঘ্রই নজরুল স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক বর্ধমান

হাউসের দোতলায় দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা নজরুল স্মৃতিকক্ষ পুনরায় চালু করতে যাচ্ছি। এছাড়া একাডেমি কর্তৃক বিশিষ্ট গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ প্রণীত নজরুলের কয়েক খণ্ডের প্রামাণ্য জীবনী প্রকাশিত হবে।

অধ্যাপক সৌমিত্র শেখর বলেন, নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা কখনও ফুরোবার নয়। কাল যতই অতিক্রান্ত হচ্ছে তাঁর কালোত্তর প্রাসঙ্গিকতা ততই নিবিড় করে অনুভূত হচ্ছে। নজরুলকে কেবল 'বিদ্রোহী' কবিতা-নির্ভর একজন কবি হিসেবে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। কারণ তাঁর সামগ্রিকতা আরও বিচিত্র, ব্যাপক ও বর্ণাঢ্য। তিনি শাস্ত্রের উর্ধ্বে ওঠে মানবসুন্দরের গান গেয়েছেন। রক্ষণশীল সমাজের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে নারী-পুরুষ সম্পর্ককে তাঁর রচনায় দিয়েছেন ভিন্নতর, উদার ব্যঞ্জনা। তাঁর সামগ্রিক সৃষ্টিনন্দনে 'আমি'র রূপকে মূলত সমষ্টিমানুষের অকথিত বাণী ব্যক্ত হয়েছে। প্রচলিত রাজনৈতিক ডামাডোলে বসবাস করেও তিনি রাজনীতিতে নিজস্ব বিপ্লবী, সমন্বয়বাদী চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটিয়েছেন অসমসাহসে। তিনি বলেন, আজকের সাম্প্রদায়িক চিন্তায় কলুষিত বিশ্বে চিরপ্রাসঙ্গিক, অসাম্প্রদায়িক নজরুলের অগ্রন্থিত লেখা দ্রুত উদ্ধার করে তাঁর রচনাবলি পূর্ণাঙ্গ করা যেমন জরুরি তার চেয়ে বেশি জরুরি নজরুল-চিন্তার আলোকে আমাদের সমাজ-রাষ্ট্র ও বিশ্বের মানবিক রূপান্তর সম্পন্ন করা।

সভাপতির বক্তব্যে জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, প্রত্যেক বড়ো সাহিত্যিকের রচনার মধ্যে চিরন্তনতা এবং সমকালীনতা–এই দুই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। নজরুলের রচনায়ও আমরা প্রবল সমসাময়িকতা এবং চিরকালীনতা খুঁজে পাই। তাঁর কালজয়ী রচনায় যেসব মানবিক সমস্যার কথা উঠে এসেছে সে-সবের অনেক কিছু এখনও বিরাজমান থাকায় নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা আরও বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

৯. স্মারক বক্তৃতা

৯.১ ভাষাসংগ্রামী কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী স্মারক বক্তৃতা

বাংলা একাডেমি ৯ই আশ্বিন ১৪২৫/২৪শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ সোমবার বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে *ভাষাসংগ্রামী কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী স্মারক বক্তৃতানুষ্ঠান* আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। বক্তৃতা প্রদান করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক শিরীণ আখতার। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাহবুব উল আলম চৌধুরীর স্ত্রী লেখক জওশন আরা রহমান, শিল্পী জাহানারা ইসলাম, কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা প্রমুখ।

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, মহান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরীর ভূমিকা ঐতিহাসিক এবং অবিস্মরণীয়। ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা তাঁর কবিতা আজও আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উজ্জীবিত করে।

স্মারক বক্তা অধ্যাপক শিরীণ আখতার বলেন, মাহবুব উল আলম চৌধুরী আকস্মিকভাবেই একুশের ঘটনার ভেতর জড়িয়ে পড়েননি। দেশবিভাগ পরবর্তী সময়কাল থেকেই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির যে অস্তিত্ব সংকট সৃষ্টি হচ্ছিলো তারই অভিঘাতে একজন মাহবুব উল আলম চৌধুরীর আবির্ভাব। শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে স্ফূরণ তাঁর হৃদয়বন্দর মাতিয়ে রাখতো সেখানে ছিল দেশ ও জাতির জন্যে ভালোবাসা। তাই যখনই ভাষার প্রশ্নে সংকট তৈরি হয়েছে তখনই তাঁর মুক্তিপিয়াসি মন দেশ ও ভাষার অস্তিত্বের টানে ছুটে এসেছে, সম্পৃক্ত করেছে ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাথে। তিনি বলেন, মাহবুব উল আলম চৌধুরী 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি' কবিতাটিতে আবহমান বাংলার রূপছবি ফুটে উঠেছে অসামান্য দক্ষতায়। আবেগের সাথে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের যে অচ্ছেদ্যবন্ধন তিনি সুনিপুণভাবে গেঁথে দিয়েছেন, তাতে মুনশিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। বক্তা বলেন, মাহবুব উল আলম চৌধুরীর কবিতায় আন্তর্জাতিকতা রয়েছে, শোষিত মানুষের স্বপ্নের কথা রয়েছে, স্বদেশের দুঃসহ সময়ের কথা রয়েছে, নিপীড়িত মানুষের মুক্তির বার্তা রয়েছে। তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে নাজিম হিকমত আর পাবলো নেরুদার বিশেষ মিল রয়েছে।

সভাপতির বক্তব্যে জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, মাহবুব উল আলম চৌধুরী ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক কবিতার জন্য খ্যাত হলেও তাঁর অন্যান্য কৃতিত্বও কম নয়। বিশেষত তার সম্পাদিত *সীমান্ত* পত্রিকা আমাদের সাময়িকপত্রের ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। তাঁর আত্মজীবনী, প্রবন্ধ, নাটক এবং সামগ্রিক জীবনসাধনায় একটি অসাম্প্রদায়িক, যুক্তিবাদী, প্রগতিশীল সমাজ গঠনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে।

৯.২ ভাষাসংগ্রামী অজিতকুমার গুহ স্মারক বক্তৃতা

বাংলা একাডেমি ১০ই আশ্বিন ১৪২৫/২৫শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ মঙ্গলবার বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় ভাষাসংগ্রামী অজিতকুমার গুহ স্মারক বক্তৃতানুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। বক্তৃতা প্রদান করেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি ও জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন *শিক্ষাবার্তা* সম্পাদক অধ্যাপক এ এন রাশেদা, রামেন্দু মজুমদার এবং আরমা দত্ত।

স্বাগত ভাষণে মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, ভাষা আন্দোলনে যুক্ততা এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে অধ্যাপক অজিতকুমার গুহের অবদান জাতি চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

স্মারক বক্তৃতায় কামাল লোহানী বলেন, শিক্ষক হিসেবে অজিতকুমার গুহ নিজের জাগতিক উন্নতিকে কখনো বড়ো করে দেখেননি বরং শিক্ষার্থীদের আদর্শ জীবন উপহার দেয়াই ছিল তাঁর ব্রত। তাঁর রচনার পরিমাণ সংখ্যাগত বিচারে অপ্রতুল হলেও বাংলা সাহিত্য-সমালোচনায় উচ্চমানের পরিচয়বহ। পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক জাগরণের পুরোধা

ব্যক্তিত্ব হিসেবে আমরা তাঁকে অনায়াসে চিহ্নিত করতে পারি। মহান ভাষা আন্দোলনে তিনি অনন্য ভূমিকা পালন করেছিলেন, কারাবরণ করেছেন–কারাগারে গিয়েও বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশের পক্ষে সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বলেন, অজিতকুমার গুহ ও তাঁর প্রজন্ম তাঁদের জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সাংস্কৃতিক পটভূমি নির্মাণ করে গেছেন।

সভাপতির বক্তব্যে জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, আমার সৌভাগ্য যে আমি অজিতকুমার গুহ-এর ছাত্র ছিলাম। বিদ্যাদানের বাইরেও অজিতকুমার গুহ তাঁর অজস্র শিক্ষার্থীকে রুচিমান হতে শিখিয়েছিলেন, নিজের ভাষা ও সংস্কৃতিকে ভালোবাসতে শিখিয়েছিলেন। ভাষা আন্দোলনে যেমন তাঁর ভূমিকা রয়েছে তেমনি ঢাকার প্রগতিশীল সাহিত্য-সাংস্কৃতিক পরিসরে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি বজায় ছিল। তিনি বলেন, তাঁর লিখিত রচনার পরিমাণ হয়তো খুব বেশি নয় কিন্তু এর মধ্যেই তীক্ষ্ণ সাহিত্যবোধের পরিচয় মুদ্রিত রয়েছে।

৯.৩ ভাষাসংগ্রামী শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

বাংলা একাডেমি ১১ই আশ্বিন ১৪২৫/২৬শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ বুধবার বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে *ভাষাসংগ্রামী শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতানুষ্ঠান*-এর আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। বক্তৃতা প্রদান করেন গবেষক, প্রকাশক নিশাত জাহান রানা। সভাপতিত্ব করেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন–অর্থনীতিবিদ এম সাইদুজ্জামান, লেখক মোনায়েম সরকার এবং শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পৌত্রী আরমা দত্ত।

স্বাগত ভাষণে মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সাহসী অবদানে বাংলা ভাষার আন্দোলন যেমন বেগবান হয় তেমনি বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনারও বিকাশ ঘটে।

স্মারক বক্তৃতা প্রদান করে নিশাত জাহান রানা বলেন, শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সাহস, দেশপ্রেম এবং কর্মপ্রাণতার এক সুমহান দৃষ্টান্ত। পাকিস্তান গণপরিষদে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে তাঁর দৃঢ় অবস্থান বাংলা ভাষার ন্যায়সংগত সংগ্রামকে দিয়েছিল অসামান্য গতি। শুধু ভাষাবীর নয়, রাজনীতি এবং সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন একজন অনন্য কর্মবীর। সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ, অবহেলিত নারী সম্প্রদায় এবং অস্পৃশ্যতার অভিশাপে তিলে তিলে দগ্ধ হওয়া মানুষের প্রতি তিনি তাঁর দায় পালন করে গেছেন, তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য লড়াই করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে তিনি প্রজাহিতৈষী নানান আইন প্রণয়নের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন নিবিড়ভাবে। তিনি বলেন, শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর *আত্মকথায়* বর্ণনা করেছেন কী করে ধাপে ধাপে অসহযোগ ও স্বদেশি আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশ ও জাতির সপক্ষে প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে যুক্ত থেকে মানুষের অধিকার আদায়ের চেষ্টা করেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে বর্বর পাকবাহিনীর হাতে নির্মমভাবে জীবনদান করে তিনি অনাগত ভবিষ্যতের কাছে দেশপ্রেমের এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের মতো মানুষকে নিত্য স্মরণে রাখলে কখনোই পথ হারাবে না বাংলাদেশ।

সভাপতির বক্তব্যে রামেন্দু মজুমদার বলেন, শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন একজন স্থিরলক্ষ্য মানুষ; নিজের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং নিজ দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি দায় পূরণ ছিল যাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য। তাঁর সংগ্রামী জীবনের পরিক্রমায় আমরা দেখব সমস্ত বস্তুগত বাসনার ঊর্ধ্বে উঠে মহৎ-মানবিক বৃত্তির নিরন্তর সাধনা। অসাম্প্রদায়িক-গণতান্ত্রিক-আধুনিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অভিযাত্রায় শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের কাছে আলোকশিখা হয়ে প্রতিভাত হবেন সবসময়।

৯.৪ ড. মুহম্মদ এনামুল হক স্মারক বক্তৃতা

বাংলা একাডেমি ১২ই আশ্বিন ১৪২৫/২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে *ড. মুহম্মদ এনামুল হক স্মারক বক্তৃতানুষ্ঠান* আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মনিরুজ্জামান।

স্বাগত ভাষণে মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, ড. মুহম্মদ এনামুল হক যেমন ছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন গুণী গবেষক তেমনি ছিলেন একজন সুদক্ষ প্রশাসকও।

স্মারক বক্তৃতায় অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, মুহম্মদ এনামুল হক একজন নিষ্ঠাবান গবেষক। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙালির সামাজিক ইতিহাসের নানাদিক ছিল তাঁর আগ্রহ, অনুসন্ধান, অধ্যয়ন ও গবেষণার বিষয়। এই সারস্বতচর্চার প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে তাঁর স্বজাতি ও স্বদেশপ্রেম। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কেও মুহম্মদ এনামুল হক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন। তিনি বলেন, মুহম্মদ এনামুল হকের চিন্তার পরিধি ছিল ব্যাপক, গভীরতাও ছিল তাঁর ভাবনায়। এদেশের সমাজ-সংস্কৃতিকে তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করতে চেয়েছেন। গবেষকদের কাছে প্রত্যাশিত সততা তাঁর ছিল; গবেষণাকে তিনি যান্ত্রিক বিদ্বৎ-চর্চায় পরিণত করেননি। রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত *কৃষ্টি* পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর নিবন্ধ বাংলা ভাষার সংগ্রামে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক মনিরুজ্জামান বলেন, ড. মুহম্মদ এনামুল হক গোটা বাংলা অঞ্চলের এক অসাধারণ প্রজ্ঞাবান পণ্ডিত। ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের নানা দিক থেকে শুরু করে বাংলার আঞ্চলিক ভাষা পর্যন্ত তাঁর আগ্রহের পরিসর বিস্তৃত ছিল। তিনি শিক্ষাবিদ হিসেবেও ছিলেন অনন্য। বাংলা একাডেমির পরিচালক হিসেবে তাঁর অবদানও বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। তিনি বলেন, দেশহিতব্রতী শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতো মনীষার প্রাসঙ্গিকতা কখনো ফুরোবার নয়।

১০. অমর একুশে গ্রন্থমেলা

১০.১ গ্রন্থমেলার ইতিহাস

ইউনেস্কো ১৯৭২ সালকে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ ঘোষণা করে। সে উপলক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের তৎকালীন পরিচালক *সরদার জয়েনউদ্দিন* বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে একটি

আন্তর্জাতিক বইমেলার আয়োজন করেন। এতে ভারত, জাপান, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশ অংশগ্রহণ করে। এই বইমেলাই ছিল নব্যস্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বইমেলা। বাংলাদেশে এই প্রথম বইমেলা আয়োজনের কৃতিত্ব সরদার জয়েনউদ্দিনের। এই বইমেলার স্লোগান ছিল : 'সবার জন্য বই'।

১৯৭৪ সালের জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে মুক্তধারার চিত্তরঞ্জন সাহা, স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্সের রুহুল আমিন নিজামী এবং বর্ণমিছিলের তাজুল ইসলাম প্রমুখ প্রকাশক তাঁদের বই নিয়ে একাডেমি প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে পসরা সাজিয়ে বসেন। ওই বছর থেকে একুশ উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমির নিজস্ব প্রকাশনা হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রি শুরু হয়। একাডেমি ওই বছরে প্রকাশ করে *লেখক পরিচিতি* নামে একটি ছোটো বই।

পরবর্তীকালে চিত্তরঞ্জন সাহা ধীরে ধীরে বইমেলা এবং প্রকাশনা শিল্পকে একটি পেশাগত রূপ দিতে সচেষ্ট হন। তিনি নিজে জাপানে মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্প সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানের প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক আবদুল হাফিজকেও জাপান থেকেই এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করে দেন। ওই সময়ে শুধু তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'মুক্তধারা' প্রকাশনা সংস্থাতেই পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা (review) ও সম্পাদনার ব্যবস্থা ছিল। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পকে পেশাগত স্তরে উন্নীত করার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীসাহা।

১৯৮৩ সালে এসে বর্তমান বইমেলার জন্য একটি নীতিমালা ও নিয়মাবলি প্রণীত হয়। কিন্তু স্বৈরাচারী সরকার ছাত্রমিছিলে ট্রাক তুলে দেয়ায় দু'জন ছাত্র নিহত হন এবং সে-বছর মেলা আর আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। ১৯৮৪ সাল থেকে শুরু হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। এই মেলার মূল স্লোগান ছিল : 'একুশে আমাদের পরিচয়'।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে যে সাংস্কৃতিক জাগরণের সূচনা হয়, তার প্রথম সংহত অভিব্যক্তি অমর একুশে গ্রন্থমেলা। দেশের সংস্কৃতিবিকাশের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রন্থমেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই মেলাকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে গড়ে উঠছে বিভিন্ন সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থা। পাশাপাশি বৃদ্ধি পাচ্ছে পাঠকসমাজ। সাহিত্য ও সৃজনশীল চিন্তা-চেতনার যাঁরা নিরন্তর সাধক, তাঁদের সংখ্যাও বাড়ছে ক্রমশ। গ্রন্থমেলাকে উপলক্ষ্য করে কেবল দেশের নানাপ্রান্ত থেকে নয়, বিদেশে বসবাসরত বাঙালির মধ্য থেকেও বাংলা ভাষাপ্রেমী বইপ্রেমী মানুষেরা এই মেলায় ছুটে আসেন। বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, ছাত্র, গণমাধ্যম-কর্মী, সাহিত্যপত্র-লিটল ম্যাগাজিনের উদ্যোক্তা, গবেষণা সংস্থা ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সর্বোপরি লেখক ও পাঠকের সমাবেশে বাংলা একাডেমির একুশের এই আয়োজন অনন্যসাধারণ। মূলত বাংলা একাডেমির বইমেলার মাধ্যমে বাংলাদেশে এক নতুন সাংস্কৃতিক জাগরণের সূত্রপাত ঘটেছে।

১০.২ অমর একুশে গ্রন্থমেলা প্রতিবেদন ২০১৯

বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলা জাতীয় আবেগ ও সৃজনশীল উদ্ভাবনার সবচেয়ে বড়ো উৎসব। বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, ছাত্র, গণমাধ্যমকর্মী, সাহিত্যপত্র-লিটল ম্যাগাজিনের উদ্যোক্তা, গবেষণা সংস্থা, সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সর্বোপরি লেখক ও পাঠকের সম্মিলনে অমর একুশে গ্রন্থমেলার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১লা ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩টায় অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৯-এর উদ্বোধন করেন। অমর একুশে গ্রন্থমেলা ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে ২রা মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গ্রন্থমেলার পূর্ব নির্ধারিত সময় থাকলেও প্রকাশকদের অনুরোধে সময় দুইদিন বৃদ্ধি করা হয়। মেলা প্রতিদিন বেলা ৩টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা ও ছুটির দিন সকাল ১১টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল ৮টা থেকে রাত সাড়ে ৮টায় পর্যন্ত চলে। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি গ্রন্থমেলার সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যকে ভিন্নতর মাত্রা দান করে। এবারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিদেশি অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলা ভাষার প্রখ্যাত কবি শঙ্খ ঘোষ ও মিশরের লেখক ও সাংবাদিক মোহসেন আল-আরিশি। এছাড়া সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি, মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল এনডিসি, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী এবং বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সভাপতি ফরিদ আহমেদ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

বাংলা একাডেমি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান মিলে রেকর্ডসংখ্যক অর্থাৎ ৪৯৯টি প্রতিষ্ঠানকে ৭৬৯ ইউনিট স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়। বাংলা একাডেমিসহ ২৪টি প্রতিষ্ঠান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্যাভিলিয়ন বরাদ্দ পায়। এবার এক ইউনিটের ২৭০টি, দুই ইউনিটের ১৪০টি, তিন ইউনিটের ৪১টি এবং চার ইউনিটের ২৪টি স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়।

শিশুদের জন্য ৫৭টি প্রতিষ্ঠানকে ৭৭ ইউনিটের স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়। এবার শিশু কর্নারকে বিশেষভাবে সাজানো হয়। শিশু কর্নারের আয়তন বেশ সম্প্রসারিত করা হয়। এবার প্রতিদিন শিশুদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা ছিল। শিশু-কিশোরদের জন্য বাংলা একাডেমি আবৃত্তি ও সাধারণ জ্ঞান, সংগীত ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ৮ দিন শিশু প্রহর ছিল। এসব দিনে এবং অন্যান্য দিনেও শিশুরা তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে মেলায় এসেছে, আনন্দ করেছে এবং ইচ্ছামতো বই কিনেছে।

১৮০টি লিটল ম্যাগাজিনকে বর্ধমান হাউসের দক্ষিণ পাশে লিটলম্যাগ চত্বরে স্থান করে দেয়া হয়। এবারও এই চত্বরে স্টল স্থাপন করে দেশের তরুণ ও সম্ভাবনাময় সাহিত্যকর্মীরা তাঁদের প্রতিভা ও সৃষ্টিশীলতা প্রদর্শন করেছেন।

বইমেলার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও বাংলা একাডেমি অংশকে ৫ জন ভাষাশহিদের নামে উৎসর্গ করা হয়। বাংলা একাডেমি চত্বরকে ভাষাশহিদ বরকত এবং সোহরাওয়ার্দী চত্বরকে ভাষাশহিদ শফিউর, ভাষাশহিদ জব্বার, ভাষাশহিদ সালাম এবং ভাষাশহিদ রফিকের নামে উৎসর্গ করা হয়।

আঙ্গিক সৌন্দর্য ও সামগ্রিক পরিকল্পনায় অনেক নতুন বিষয় যুক্ত করা হয়। মেলার একটি থিম ছিল এবং থিমের ভিত্তিতে মেলা বিন্যস্ত হয়। মেলার থিম ছিল 'বিজয় : ১৯৫২ থেকে ১৯৭১, নবপর্যায়'। এই থিম অনুযায়ী বাহান্নর প্রতীক অমর একুশে গ্রন্থমেলাকে স্বাধীনতার প্রতীক স্বাধীনতাস্তম্ভের কাছাকাছি নেয়া হয়। স্বাধীনতাস্তম্ভ ও বইমেলার মধ্যে কাঁচের যে দেয়াল অন্যান্যবার থাকতো এবার তা ছিলো না। ফলে

স্বাধীনতাস্তম্ভের আলো জলাধার থেকে মেলা প্রাঙ্গণে বিচ্ছুরিত হতো। ফলে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হতো প্রতি সন্ধ্যায়। এবার বইমেলার সামগ্রিক স্থাপত্যিক পরিকল্পনা, লোগো নির্ধারণ, দোয়েল চত্বর থেকে টিএসসি পর্যন্ত রাস্তার দুই দিক ও মেলার উভয় অংশের সামগ্রিক সৌন্দর্য এসব ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন স্থপতি এনামুল করিম নির্ঝর এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন একটি স্বেচ্ছাসেবী দল। এবার ৩ লাখ বর্গফুট স্থানে বইমেলা হয়। গতবারের তুলনায় এবার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান প্রাঙ্গণে বেশি স্টলের ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার বর্গফুট জায়গায় ইট বিছানো হয়। অনেক জায়গা মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়। উঁচু ও প্রশস্ত মোড়ক উন্মোচন মঞ্চ স্থাপন করা হয়। সুন্দর তথ্যকেন্দ্র করা হয়। এবারও পুলিশের পক্ষ থেকে উভয় অংশে বিনামূল্যে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। গতবারের চেয়ে এবার বেশিসংখ্যক হুইল চেয়ার ছিল। যার ফলে হুইল চেয়ারের মাধ্যমে শারীরিকভাবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ ও সিনিয়র নাগরিকদের মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখা সহজ হয়। এবার ৩ শতাধিক মানুষকে স্বেচ্ছাসেবকেরা যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েটসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, তারা মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন। মেলা প্রাঙ্গণকে ময়লা ও আবর্জনামুক্ত রাখার জন্য এবার বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়। আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে এবার ২৩ জন কর্মী নিয়োগ করা হয়। এরা মেলা প্রাঙ্গণ সুন্দর রাখতে অবদান রেখেছেন।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এবারই প্রথম 'লেখক বলছি' নামে একটি মঞ্চ স্থাপন করা হয়। এই মঞ্চ লেখক-পাঠক-ক্রেতা-প্রকাশকদের মধ্যে সাড়া জাগায়। এখানে প্রতিদিন ৫ জন লেখক তাঁদের নতুন বই নিয়ে পাঠকের মুখোমুখি হন। তাদের প্রশ্নের জবাব দেন। এভাবে লেখক-পাঠকের মিথস্ক্রিয়া হয়। পুরো মাসে দেশের নবীন ও প্রবীণ মিলিয়ে মোট ১৩৪ জন লেখক কমপক্ষে ২৬৮০ মিনিট সময় তাঁদের পাঠকদের দিয়েছেন। এই আয়োজন দেশের সংবাদ মাধ্যম ও সংস্কৃতি জগতে ইতিবাচক সাড়া জাগায়। এবার মোড়ক উন্মোচন মঞ্চ নতুন স্থানে সুন্দরভাবে স্থাপন করা হয়। এই মঞ্চে সারা মাসে ৮২০টি নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। সবমিলে ৩ সহস্রাধিক অতিথি উপস্থিত থেকে মোড়ক উন্মোচন মঞ্চে বক্তব্য রেখেছেন।

গ্রন্থমেলায় এবার অন্যান্যবারের তুলনায় বেশি হারে ডিজিটাল ও তথ্যপ্রযুক্তি সেবা প্রদান করা হয়। বইমেলার তথ্যফরম, আবেদনপত্র, ভাড়া গ্রহণ ইত্যাদি সব কাজ ডিজিটাল পদ্ধতিতে হয়। ফলে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হয়। বইমেলা নিয়ে নির্মিত বাংলা একাডেমির ba21bookfair.com ওয়েবসাইটি বেশ জনপ্রিয়তা পায়। অন্তত ৪ লাখ ৭০ হাজার বার এটিতে হিট করা হয়। মেলার অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে দর্শক-ক্রেতাদের সেবা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের এটুআই এ-ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এছাড়া এবার প্রচুর ই-বুক, কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক বই প্রকাশিত ও বিক্রি হয়েছে।

বাংলা একাডেমি অন্যান্যবারের মতো এবারও লেখককুঞ্জ, নামাজের স্থান, তথ্যকেন্দ্র, ই-তথ্যকেন্দ্র, সরাসরি সম্প্রচার, নিরাপত্তা, মোড়ক উন্মোচন, মাসব্যাপী আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেলায় আগত লেখক, প্রকাশক এবং আগ্রহী পাঠক-ক্রেতা-দর্শনার্থীদের সেবা দিয়েছে। এবারের অতি সুন্দর নামাজের স্থান ও টয়লেট ব্যবস্থা সব মহলে প্রশংসিত হয়েছে।

অমর একুশে গ্রন্থমেলার নীতিমালা ও নিয়মাবলি লঙ্ঘন করায়, পরিদর্শন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রথমে ১৭টি ও পরে ১১টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে কারণ দর্শানোর চিঠি দেয়া হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রধানত নীতিমালার ৬.১ ধারা লঙ্ঘনের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। একটি প্রতিষ্ঠান একদিনের জন্য বন্ধ রাখা হয়।

গ্রন্থমেলা ও সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এবার ৪টি বিভাগে ৪ জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এবার কবিতায় কাজী রোজী, কথাসাহিত্যে মোহিত কামাল, গবেষণায় সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণায় আফসান চৌধুরী পুরস্কার পান।

প্রতিবারের মতো ২০১৯ সালে সর্বাধিক মানসম্মত গ্রন্থ প্রকাশের জন্য 'চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার' এবং সেরা গ্রন্থের জন্য 'মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা হয়। সর্বাধিক মানসম্মত শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য 'রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার' এবং অমর একুশে গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে নান্দনিক অঙ্গসজ্জার জন্য 'শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা হয়। অমর একুশে গ্রন্থমেলার সমাপনী মঞ্চে ২৮শে ফেব্রুয়ারি এসব পুরস্কার প্রদান করা হয়।

২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৪৬৮৫টি নতুন বই প্রকাশিত হয়। গতবার ৪৫৯০টি নতুন বই প্রকাশিত হয়েছিল। গতবারের মতো এবারও 'নতুন বইয়ের স্টল'-এ নতুন বই প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকায় প্রকাশকদের পক্ষ থেকে তাদের ভালো ও মানসম্মত বই তথ্যকেন্দ্রে বেশি দিয়েছেন। এবারও বাংলা একাডেমির একটি কমিটিকে দিয়ে প্রাপ্ত সকল বইয়ের মান প্রাথমিকভাবে নিরূপণের চেষ্টা করা হয়। এতে দেখা গেছে নতুন ৪৬৮৫টি বইয়ের মধ্যে ১১৫১টি মানসম্পন্ন। এবারের গ্রন্থমেলা সুপরিসরে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত ছিল। নানাভাবে এবারের আয়োজন প্রশংসিত হয়েছে।

এবারের বইমেলায় বাংলা একাডেমিসহ সকল প্রতিষ্ঠানের বই ২৫% কমিশনে বিক্রি হয়। ২০১৮ সালে গ্রন্থমেলায় ৭০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার বই বিক্রি হয়েছিল। অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৯-এ বাংলা একাডেমি মোট ২ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকার বই বিক্রি করেছে এবং সমগ্র মেলায় ৭৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার বই বিক্রি হয়েছে।

গ্রন্থমেলায় সমাপনী অনুষ্ঠান হয় ২৮শে ফেব্রুয়ারি। এতে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রপণালয়ের সচিব ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল এনডিসি ও বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ

সিরাজী। মেলার প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটির সদস্য-সচিব ড. জালাল আহমেদ।

১০.৩ অনুষ্ঠানমালা

বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৯ ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের শিল্পসাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন ও আলোচনা করা হয়।

যেমন, 'বিজয় : ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আবুল মোমেন; আলোচনায় অংশ নেন হারুন হাবীব, এমরান কবির চৌধুরী, মোঃ মোফাকখারুল ইকবাল এবং সভাপতিত্ব করেন আহমদ রফিক। গোলাম কুদ্দুছ 'উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সুবর্ণজয়ন্তী' এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন রামেন্দু মজুমদার, নাসির উদ্দীন ইউসুফ, আতিউর রহমান এবং সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি অর্জনের সুবর্ণজয়ন্তী' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নূহ-উল-আলম লেনিন; আলোচনায় অংশ নেন হারুন অর রশিদ, আনোয়ারা সৈয়দ হক, সুভাষ সিংহ রায় এবং সভাপতিত্ব করেন তোফায়েল আহমেদ। নাসির আহমেদ 'কবি সিকান্দার আবু জাফর : জন্মশতবর্ষ শ্রদ্ধাঞ্জলি' এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন শিরিণ আখতার, বায়তুল্লাহ্ কাদেরী এবং সভাপতিত্ব করেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। 'কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় : জন্মশতবর্ষ শ্রদ্ধাঞ্জলি' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আবুল হাসনাত; আলোচনায় অংশ নেন বিমল গুহ, গোলাম কিবরিয়া পিনু, শোয়াইব জিবরান; এবং সভাপতিত্ব করেন আসাদ চৌধুরী। সৌমিত্র শেখর 'ভাষাবিজ্ঞানী মুহাম্মদ আবদুল হাই : জন্মশতবর্ষ শ্রদ্ধাঞ্জলি' এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন মনিরুজ্জামান, জীনাত ইমতিয়াজ আলী, শহীদ ইকবাল, তারিক মনজুর এবং সভাপতিত্ব করেন মুহম্মদ নূরুল হুদা। 'চিত্রশিল্পী পরিতোষ সেন : জন্মশতবর্ষ শ্রদ্ধাঞ্জলি' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আবুল মনসুর; আলোচনায় অংশ নেন মতলুব আলী, সৈয়দ আবুল মকসুদ, আমীরুল ইসলাম এবং সভাপতিত্ব করেন রফিকুন নবী। সৈয়দ আজিজুল হক 'লেখক-অনুবাদক আবদুল হক : জন্মশতবর্ষ শ্রদ্ধাঞ্জলি' এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন অজয় দাশগুপ্ত, সোহরাব হাসান, আহমাদ মাযহার এবং সভাপতিত্ব করেন সুব্রত বড়ুয়া। 'কথাশিল্পী অমিয়ভূষণ মজুমদার : জন্মশতবর্ষ শ্রদ্ধাঞ্জলি' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মহীবুল আজিজ; আলোচনায় অংশ নেন হোসেনউদ্দীন হোসেন, মাহবুব সাদিক, হরিশংকর জলদাস এবং সভাপতিত্ব করেন সেলিনা হোসেন। অনুপম হায়াৎ 'নৃত্যাচার্য বুলবুল চৌধুরী : জন্মশতবর্ষ শ্রদ্ধাঞ্জলি' এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন আমানুল হক, লুভা নাহিদ চৌধুরী, শিবলী মহম্মদ এবং সভাপতিত্ব করেন কামাল লোহানী। 'লেখক-অনুবাদক মনিরউদ্দিন ইউসুফ : জন্মশতবর্ষ শ্রদ্ধাঞ্জলি' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন হাসান হাফিজ; আলোচনায় অংশ নেন শফিউল আলম, রেজাউদ্দিন স্টালিন, মোহাম্মদ আবদুল হাই এবং সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ। বিশ্বজিৎ ঘোষ 'কবি রফিক আজাদ : শ্রদ্ধাঞ্জলি' এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন অসীম সাহা, ফারুক মাহমুদ, জাফর আহমদ রাশেদ এবং সভাপতিত্ব করেন রশীদ হায়দার। 'ডিজিটাল বাংলাদেশে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানভাবনা' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী; আলোচনায় অংশ নেন রেজাউর রহমান, আব্দুল কাইয়ুম, অপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সভাপতিত্ব করেন ইয়াফেস ওসমান। বেগম আকতার কামাল 'কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : শ্রদ্ধাঞ্জলি' এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন মোহাম্মদ সাদিক, জাহিদ হায়দার, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল এবং সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ আকরম হোসেন। 'চিত্রশিল্পী সৈয়দ জাহাঙ্গীর : শ্রদ্ধাঞ্জলি' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মইনুদ্দীন খালেদ; আলোচনায় অংশ নেন নিসার হোসেন, মলয় বালা এবং সভাপতিত্ব করেন হাশেম খান। খালেদ হোসাইন 'সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক : শ্রদ্ধাঞ্জলি' এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন মফিদুল হক, আসাদ মান্নান, শিহাব সরকার, আনিসুল হক এবং সভাপতিত্ব করেন মনজুরে মওলা। 'কবি বেলাল চৌধুরী : শ্রদ্ধাঞ্জলি' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পিয়াস মজিদ; আলোচনায় অংশ নেন, জাহিদুল হক, দিলারা হাফিজ, তারিক সুজাত এবং সভাপতিত্ব করেন রবিউল হুসাইন। সুজন বড়ুয়া 'বাংলাদেশের ছড়া সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনায় অংশ নেন আলম তালুকদার, আসলাম সানী, লুৎফর রহমান রিটন, আমীরুল ইসলাম, আনজীর লিটন এবং সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ। 'সওগাত পত্রিকার শতবর্ষ : ফিরে দেখা' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইসরাইল খান; আলোচনায় অংশ নেন হাবিব আর রহমান, আমিনুর রহমান সুলতান এবং সভাপতিত্ব করেন মুহাম্মদ সামাদ। জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম 'অমর একুশে বক্তৃতা' এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; স্বাগত ভাষণ দেন হাবীবুল্লাহ সিরাজী এবং সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার শতবর্ষ : ফিরে দেখা' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মাহবুবুল হক; আলোচনায় অংশ নেন সাইফুদ্দীন চৌধুরী, আলী হোসেন চৌধুরী, এম আবদুল আলীম এবং সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ আবুল আহসান চৌধুরী। মাহরুখ মহিউদ্দিন 'বাংলাদেশের প্রকাশনা : অতীত ও বর্তমান' এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনায় অংশ নেন ফরিদ আহমেদ, এ এফ এম হায়াতুল্লাহ এবং সভাপতিত্ব করেন শামসুজ্জামান খান। 'বলধা গার্ডেন : আমাদের উদ্যান-ঐতিহ্য' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মোকারম হোসেন; আলোচনায় অংশ নেন হাশেম সুফী, মোহাম্মদ আলী খান, নুরুন্নাহার মুক্তা এবং সভাপতিত্ব করেন বিপ্রদাশ বড়ুয়া। কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলাদেশের অনুবাদ সাহিত্যের চালচিত্র' এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক, আনিসুর রহমান, আলম খোরশেদ, রাজু আলাউদ্দিন এবং সভাপতিত্ব করেন হাবীবুল্লাহ সিরাজী। 'মৃণাল সেন, আমজাদ হোসেন ও আনোয়ার হোসেন : শ্রদ্ধাঞ্জলি' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাজেদুল আউয়াল; আলোচনায় অংশ নেন ম. হামিদ, তপন বাগচী, বিধান রিবেরু এবং

সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ হাসান ইমাম। শাহিদা খাতুন 'বইমেলা : উদ্যোগ ও অর্জন' এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন ওসমান গণি, রেজানুর রহমান, ফরিদ আহমদ দুলাল, জালাল আহমেদ এবং সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। সমাপনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী। গ্রন্থমেলার প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সদস্য-সচিব ড. জালাল আহমেদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি এবং সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

১০.৪ অন্যান্য অনুষ্ঠান

বাংলা একাডেমি বছরব্যাপী সেমিনার, আলোচনা সভা, স্মরণসভা, স্মারক বক্তৃতা, একক বক্তৃতা এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য দিবস উদ্‌যাপনসহ নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। প্রধান প্রধান অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে–ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মৃত্যুবার্ষিকী, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী, ভাষাসংগ্রামী অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ স্মরণে স্মারক বক্তৃতা, ভাষাসংগ্রামী শহিদ শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ এনামুল হক স্মরণে স্মারক বক্তৃতা, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের জন্মবার্ষিকী, কবি শামসুর রাহমানের জন্মবার্ষিকী, মীর মশাররফ হোসেনের জন্মবার্ষিকী, বাংলা একাডেমির ৬৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস, মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন, রোকেয়া স্মরণে একক বক্তৃতা, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠান, মহান স্বাধীনতা, জাতীয় দিবস ও গণহত্যা দিবস, বর্ষবরণ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্মরণে একক বক্তৃতানুষ্ঠান, কবি সিকান্দার আবু জাফর স্মরণে একক বক্তৃতা, কবি হায়াৎ সাইফ স্মরণসভা, কবি আলাওল স্মরণে একক বক্তৃতা, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ স্মরণে একক বক্তৃতানুষ্ঠান, ড. রণজিৎ কুমার বিশ্বাস স্মরণে একক বক্তৃতানুষ্ঠান ইত্যাদি।

এ সব অনুষ্ঠানে ভীষ্মদেব চৌধুরী, শিরীণ আখতার, কামাল লোহানী, নিশাত জাহান রানা, আবুল কাসেম ফজলুল হক, তারিক মনজুর, রফিকউল্লাহ খান, আবুল মোমেন, মফিদুল হক, রামেন্দু মজুমদার, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, বেগম আকতার কামাল, মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, জাহীদ রেজা নূর, শামসুজ্জামান খান, নীরুকুমার চাকমা, আনোয়ারুল করীম, আসাদ চৌধুরী, সৌমিত্র শেখর, গোলাম মুস্তাফা, ইমতিয়ার শামীম এবং হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

আলোচনায় অংশ নেন সুভাষ সিংহ রায়, বিনয় কুমার চক্রবর্তী, গোলাম মোস্তফা খান, আখতার হুসেন, মিনার মনসুর, আব্দুন নূর তুষার, নুজহাত চৌধুরী, রাহাত খান, নাসরীন আহমাদ, এএস এম মাকসুদ কামাল, মাহফুজা খানম, আরমা দত্ত এমপি এবং মো. সাইদুর রহমান।

অনুষ্ঠানসমূহে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, আসাদ চৌধুরী, মো. আখতারুজ্জামান, জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, রামেন্দু মজুমদার, মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, সুব্রত বড়ুয়া, রুবী রহমান, হাবীবুল্লাহ সিরাজী।

১১. পুনর্মুদ্রণ

বাংলা একাডেমির পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫২টি বই প্রকাশিত হয়েছে। ৫২টি শিরোনামের বইয়ের মোট সংখ্যা ২,১৯,০০০ (দুই লক্ষ উনিশ হাজার) কপি। এসব বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–*কারাগারের রোজনামচা*, *Prison Diaries, Selected Short Stories of Selina Hossain, Ocean of Sorrow, Bangla Academy English-Bangla Dictionary, Bangla Academy Bengali-English Dictionary, বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি বাংলা বানান অভিধান, বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি (১ম ও ২য় খণ্ড), রাসেলের গল্প, বাংলাদেশের স্বাধীনতা : কূটনৈতিক যুদ্ধ, প্রথম শহিদ মিনার ও পিয়ারু সরদার, ভাষা আন্দোলন ও নারী, গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ, পরানের গহিন ভিতরে সৈয়দ শামসুল হক, আরজ আলী মাতুব্বর, নদী ও নারী, শকুন্তলা, নজরুল রচনাবলী (২য়, ৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ড), লোকজসংস্কৃতি–গোপালগঞ্জ, চাঁদপুর, যশোর, নরসিংদী, নেত্রকোনা, নোয়াখালী ও বগুড়া, বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী, কবিদের কবি : জীবনানন্দ দাশ শামসুর রাহমান আবুল হাসান, বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়, প্রাচীন বাঙলার রাষ্ট্র ও প্রশাসন* প্রভৃতি।

১২. বিপণন ও বিক্রয়োন্নয়ন

বিক্রয় ও বিপণন

বাংলা একাডেমির বিক্রয় ও বিপণন উপবিভাগ একাডেমি প্রকাশিত বই ও পত্রিকা বিক্রয় এবং বিপণনের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে। ঢাকাসহ সারাদেশে একাডেমির বই বিক্রয়ের জন্য ৬৫ জন এবং মাসিক উত্তরাধিকার পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য ৬২ জন বিক্রয়-প্রতিনিধি রয়েছেন। এছাড়া উত্তরাধিকার পত্রিকার অনেক বার্ষিক গ্রাহক রয়েছেন।

বই বিপণনের লক্ষ্যে বাংলা একাডেমি প্রতি বছরের মতো ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলা, বাংলাদেশ বইমেলা, কলকাতা ও ত্রিপুরা বইমেলা, ভারত অংশ নেয়। বাংলা একাডেমি ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে বিভাগীয়, জেলা শহর এবং বিশ্ববিদ্যালয় শহর মিলে মোট ১৭ (সতেরো)টি বইমেলায় অংশগ্রহণ করে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সর্বমোট বিক্রয়

২০১৮-১৯ অর্থবছরে একাডেমি সর্বমোট ৫,৭৩,৮৯,৯৫৭.৪০ (পাঁচ কোটি তিয়াত্তর লক্ষ উননব্বই হাজার নয়শত সাতান্ন টাকা চল্লিশ পয়সা) টাকার বই বিক্রয় করেছে।

কারাগারের রোজনামচা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত **কারাগারের রোজনামচা** গ্রন্থটি ২০১৭ সালের মার্চ মাসে বাংলা একাডেমি প্রকাশ করে এবং ২০,০০০ (বিশ হাজার) কপি বিক্রয় করা হয়। ব্যাপক সাড়া জাগানো বইটি ২০১৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) কপি বিক্রয় করা হয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যাপক আলোচিত বইটির ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) কপি বিক্রয় করা হয়েছে।

ক. ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন স্থানে বইমেলা

ক্রমিক	মেলার স্থান	মেলার তারিখ	বিক্রির পরিমাণ	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী
১	নন-ফিকশন বইমেলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৩০.৯.২০১৮ থেকে ০২.১০.২০১৮	৫০০১৫.০০	জনাব মো. আলতাফ হোসেন, জনাব মো. মুজিবুর রহমান
২	ইউল্যাব বইমেলা, ঢাকা	১৪.১০.২০১৮	১৮২১৭.০০	জনাব মো. রফিকুল ইসলাম, জনাব আঃ বারেক মোল্লা
৩	রাজশাহী কবিকুঞ্জ বইমেলা	২৬.১০.২০১৮ থেকে ২৭.১০.২০১৮	৭৫৪৯০.০০	জনাব মো. ইসমাইল হোসেন
৪	জেলা প্রশাসন আয়োজিত মুন্সিগঞ্জ বইমেলা	২৯.১০.২০১৮ থেকে ৩০.১০.২০১৮	৩৫৩৭৮.৭৫	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, জনাব রফিকুল ইসলাম, জনাব মো. আলতাফ হোসেন
৫	জেলা প্রশাসন আয়োজিত সাতক্ষীরা বইমেলা	০৭.০৩. ২০১৯ থেকে ১৭.০৩. ২০১৯	১২৭৮৩১.২৫	জনাব মীর রেজাউল কবীর, জনাব মো. সাইদুল ইসলাম
৬	জেলা প্রশাসন আয়োজিত টুঙ্গিপাড়া বইমেলা	১৭.০৩.২০১৯ থেকে ১৯.০৩.২০১৯	৮৯৬০৭.৫০	জনাব শাহ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, জনাব মুহাম্মদ আলী
৭	উত্তরা বইমেলা, ঢাকা	১৭.০৩.২০১৯ থেকে ২৬.০৩.২০১৯	৯১২৮৫.২৫	জনাব মো. মহিবুর রহমান
৮	বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক উৎসব, রাজশাহী	১৭.০৩.২০১৯ থেকে ২৬.০৩.২০১৯	১২২৬০০.০০	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, জনাব মোঃ কামাল উদ্দীন আহমেদ, জনাব জাকির হোসেন শিকদার, জনাব মো. জাহিদুল ইসলাম চৌধুরী
৯	শিশু একাডেমি বইমেলা, ঢাকা	২১.০৩.২০১৯ থেকে	৬৮০৮৫.০০	জনাব আসমাতুজ্জাহান, জনাব জয়নাল আবেদীন
		২৬.০৩.২০১৯		
১০	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত ময়মনসিংহ বইমেলা	২৪.০৩.২০১৯ থেকে ৩১.০৩.২০১৯	৫২৫৭১.২৫	এ.টি.এম শাহেদ কামাল, জনাব মো. আলতাফ হোসেন
১১	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত রংপুর বইমেলা	০৫.০৪.২০১৯ থেকে ১১.০৪. ২০১৯	৬৮০৫৮.৭৫	জনাব মীর রেজাউল কবীর, জনাব মো. শফিকুর রহমান
১২	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত টাঙ্গাইল বইমেলা	০৫.০৪.২০১৯ থেকে ১০.০৪.২০১৯	৫৩৮৭৬.৭৫	জনাব মো. রফিকুল ইসলাম, জনাব মো. আশরাফুর রহমান
১৩	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত দিনাজপুর বইমেলা	১৩.০৪.২০১৯ থেকে ২২.০৪.২০১৯	৯৩৭৬১.২৫	জনাব মো. মুহিবুর রহমান, জনাব মো. রফিকুল ইসলাম
১৪	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত পাবনা বইমেলা	২৬.০৪.২০১৯ থেকে ০২.০৫.২০১৯	৬৪৭০৫.০০	জনাব শাহ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, জনাব মো. জাহিদুল ইসলাম চৌধুরী
১৫	ইউল্যাব বইমেলা, ঢাকা	১৪.০৬.২০১৯ থেকে ১৫.০৬.২০১৯	৬৩৭০.০০	জনাব মো. মহিবুর রহমান, জনাব মো. জাহিদুল ইসলাম চৌধুরী
১৬	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত কক্সবাজার বইমেলা	১৫.০৬.২০১৯ থেকে ২২.০৬.২০১৯	১০৪১৩৫.০০	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, ড. একেএম কুতুবউদ্দিন, জনাব মো. আবুল কালাম, জনাব মীর রেজাউল কবীর
১৭	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত সিলেট বইমেলা	২৪.০৬.২০১৯ থেকে ৩০.০৬.২০১৯	৩৩৫৯২.৭৫	জনাব অপরেশ কুমার ব্যানার্জী, জনাব শাহ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, জনাব রাসেল

খ. ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিদেশের বিভিন্ন স্থানে বইমেলা

ক্রমিক	মেলার স্থান	মেলার তারিখ	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী
১	বাংলাদেশ বইমেলা কলকাতা	২.১১.২০১৮ থেকে ১১.১১.২০১৮	জনাব এস. এম. জাহাঙ্গীর কবীর, জনাব মোহাম্মদ মজিবুর রহমান
২	কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলা	৩১.০১.২০১৯ থেকে ১১.০২.২০১৯	মহাপরিচালক, জনাব মো. আফজাল হোসেন, ড. মোহাম্মদ হারুন রশিদ, জনাব মো. মোস্তফা কামাল, জনাব মো. মনিরুজ্জামান, জনাব মো. ইসমাইল হোসেন

৩	ত্রিপুরা বইমেলা, ভারত	১৫.০২.২০১৯ থেকে ২৮.০২.২০১৯	জনাব আঃ বারেক মোল্লা, জনাব মো. আলতাফ হোসেন, জনাব মীর তারিকুল ইসলাম

গ. **২০১৮-১৯ অর্থবছরে বই বিক্রির হিসাব**

মাসের নাম	নগদ বিক্রয়	বিল মাধ্যমে বিক্রয়	মোট বিক্রয়
জুলাই ২০১৮	২৪৮৪২০৩.০৫	১০৬৬৪২৯.০০	৩৫৫০৬৩২.০৫
আগস্ট ২০১৮	১৮৩৮৬৫১.৭৫	৩২৯৪৩৫৬.৫০	৫১৩৩০০৮.২৫
সেপ্টেম্বর ২০১৮	৩১৮৭৫৪৩.২৫	১৫৪৮১৫.০০	৩৩৪২৩৫৮.২৫
অক্টোবর ২০১৮	২৪৮৮২১৬.৫০	১৫০৯২১.০০	২৬৩৯১৩৭.৫০
নভেম্বর ২০১৮	১৫৯৭০২০.৮৫	১০০৮৯৮৪.০০	২৬০৬০০৪.৮৫
ডিসেম্বর ২০১৮	১৫১৩২৫৮.১০	০	১৫১৩২৫৮.১০
জানুয়ারি ২০১৯	১৭২৭৬৯৮.০০	৫৬৮১৩.০০	১৭৮৪৫১১.০০
ফেব্রুয়ারি ২০১৯	২৩৩৩৭২৪৬.১০	০	২৩৩৩৭২৪৬.১০
মার্চ ২০১৯	৩১৯৪৬২২.৩৫	১৫৩৯১৫০.০০	৪৭৩৩৭৭২.৩৫
এপ্রিল ২০১৯	১৮১০৬৪৯.৭৫	৩০৩৭৮.০০	১৮৪১০২৭.৭৫
মে ২০১৯	১১৫৬১৫৯.৭০	৩৭১০৫১১.০০	৪৮৬৬৬৭০.৭০
জুন ২০১৯	১৬৮১৬৯৯.৫০	৩২৬৬৩১.০০	২০০৮৩৩০.৫০
সর্বমোট =	**৪,৬০,১৬,৯৬৮.৯০**	**১,১৩,৩৮,৯৮৮.৫০**	**৫,৭৩,৫৫,৯৫৭.৪০**

১৩. জনসংযোগ

বাংলা একাডেমির ভাবমূর্তি সমুন্নতকরণ ও একাডেমির গৃহীত কার্যক্রমের সার্বিক প্রচারের লক্ষে জনসংযোগ উপবিভাগ একাডেমির বিভিন্ন সংবাদ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি জনগণকে নিয়মিতভাবে অবহিতকরণসহ একাডেমির বিভিন্ন কার্যক্রমের সংবাদ সকল গণমাধ্যমে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রেরণের ব্যবস্থা করেছে। বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলার সার্বিক প্রচার-কার্যক্রম এই উপবিভাগ সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করে আসছে। অমর একুশে গ্রন্থমেলার প্রাক্কালে এই উপবিভাগ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে মেলার বিস্তারিত বিষয়াদি নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের আয়োজন করেছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে বাংলা একাডেমির গ্রন্থের পরিচিতিমূলক বিজ্ঞাপন প্রদান করে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করে আসছে।

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর জনসংযোগ উপবিভাগ কর্তৃক বাংলা একাডেমির সংবাদসংবলিত 'বাংলা একাডেমি বার্তা' নবপর্যায়ে চালু হয়েছে। 'বাংলা একাডেমি বার্তা'র সম্পাদক : হাবীবুল্লাহ সিরাজী, মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি। নির্বাহী সম্পাদক : পিয়াস মজিদ এবং প্রকাশক : অপরেশ কুমার ব্যানার্জী, পরিচালক, জনসংযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ বিভাগ।

১৪. পরিষদ

১৪.১ নির্বাহী পরিষদের সভা

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি নির্বাহী পরিষদের মোট ১২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৪.২ জীবনসদস্য ও সদস্যপদ প্রদান

২০১৮-১৯ অর্থবছরে জীবনসদস্য ও সাধারণসদস্য হিসেবে সর্বমোট ২১ জনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে একাডেমির মোট সদস্য ২৬৭১ জন। এঁদের মধ্যে ফেলো ২৪৩ জন, জীবনসদস্য ১৭৯৫ জন ও সাধারণসদস্য ৬৩৩ জন।

১৪.৩ সাধারণ পরিষদের ৪১তম বার্ষিক সভা ২০১৮

২৪শে অগ্রহায়ণ ১৪২৫/৮ই ডিসেম্বর ২০১৮ শনিবার সকাল ৯:০০টায় বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের একচল্লিশতম বার্ষিক সভা একাডেমির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় একাডেমির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সভাপতিত্ব করেন। সভা সকাল ৯:০০টায় শুরু হয়ে বিকাল ৫:০০টা পর্যন্ত চলে। সভায় ফেলো ৭৯ জন, জীবনসদস্য ৭৮৩ জন ও সাধারণসদস্য ৪৬৩ জন (মোট ১৩২৫ জন) উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সভায় বাংলা একাডেমির সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, আমন্ত্রিত অতিথি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংবাদকর্মীসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৪.৪ প্রকাশনা

বাংলা একাডেমির সম্মানিত ফেলো, জীবনসদস্য ও সাধারণসদস্যদের মাঝে বিতরণের জন্য কার্যবিবরণী ২০১৭, প্রতিবেদন ২০১৭-২০১৮, লেখার খাতা/বর্ষপঞ্জি, প্রাপ্ত প্রস্তাব ও কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ২০১৮ প্রকাশ করা হয়েছে।

১৫. সম্মানসূচক ফেলোশিপ ২০১৮ প্রদান

বাংলা একাডেমি প্রতি বছর বাংলাদেশের পণ্ডিত, গুণী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মানসূচক ফেলোশিপ প্রদান করে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালে বাংলা একাডেমি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতী ও খ্যাতিমান ৭ জন বরেণ্য ব্যক্তিকে সম্মানসূচক ফেলোশিপ প্রদান করে। ফেলোশিপপ্রাপ্তরা হলেন :

ক. অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম	গবেষণা
খ. শিল্পী মনিরুল ইসলাম	চারুকলা
গ. মঞ্জুলিকা চাকমা	কারুকলা
ঘ. এস. এম. মহসীন	নাট্যকলা
ঙ. ডা. সামন্ত লাল সেন	চিকিৎসাসেবা
চ. শিল্পী রওশন আরা মুস্তাফিজ	সংগীতচর্চা

২০১৮ সালের ৮ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত বাংলা একাডমির সাধারণ পরিষদের ৪১তম বার্ষিক সভায় 'বাংলা একাডেমির সম্মানসূচক ফেলোশিপ ২০১৮' বরেণ্য ব্যক্তিদের সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করা হয়।

১৬. পুরস্কার

বিভিন্ন পুরস্কারের মাধ্যমে গবেষণা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা বাংলা একাডেমির লক্ষ্য অর্জনের একটি উপায়। এর মধ্যে রয়েছে বাংলা একাডেমির নিজস্ব পুরস্কার এবং দাতাদের আনুকূল্যে প্রদত্ত নানা পুরস্কার।

১৬.১ বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৮

বাংলা একাডেমি ১৯৬০ সাল থেকে বাংলাসাহিত্যের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার' প্রদান করে আসছে। বাংলাসাহিত্যের নির্ধারিত ১০টি শাখার মধ্যে ৪টি শাখায় ৪ জন বরেণ্য লেখককে ২০১৮ সালে 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার' প্রদান করা হয়। প্রতিটি পুরস্কারের অর্থমূল্য ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন :

ক.	কবি কাজী রোজী	কবিতা
খ.	ডা. মোহিত কামাল	কথাসাহিত্য
গ.	অধ্যাপক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ	গবেষণা
ঘ.	অধ্যাপক আফসান চৌধুরী	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণা

বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৯-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুরস্কারপ্রাপ্ত বরেণ্য লেখকদের পুরস্কারের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করেন।

১৬.২ সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার ২০১৮

সমকালীন বাংলাসাহিত্যের সাহিত্যসেবীদের বিশিষ্ট অবদান ও তাঁদের সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯০ সাল থেকে বাংলা একাডেমি সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করে আসছে। মৌলবী সা'দত আলি আখন্দ-এর কন্যা জনাব তাহমিনা হোসেনের প্রদত্ত অর্থে বাংলা একাডেমি পুরস্কারের কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা। তিনি পুরস্কারের অর্থমূল্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে এই পুরস্কারের ফান্ড বৃদ্ধি করেন। বর্তমানে সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কারের মেয়াদি ফান্ড ২০,০০,০০০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকা। ২০১৮ সালে সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হন কবি আবিদ আজাদ (মরণোত্তর)।

বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪১তম বার্ষিক সভায় মরহুম কবি আবিদ আজাদ-এর পক্ষে তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তান সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, উত্তরাধিকারের পক্ষে তিনি পুরস্কারের অর্থমূল্যবাবদ ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার চেক গ্রহণ করেননি।

১৬.৩ মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার ২০১৮

বাংলা একাডেমি ২০১০ সাল থেকে প্রতি বছর মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার প্রদান করে আসছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ, লেখক, গবেষক ও কবি প্রফেসর মযহারুল ইসলামের স্মৃতিরক্ষা এবং বাংলাদেশের মেধাবী, খ্যাতিমান এবং প্রতিভাবান কবিদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করা এই পুরস্কারের লক্ষ্য। মরহুম প্রফেসর মযহারুল ইসলামের পরিবার বাংলা একাডেমিকে ২০,০০,০০০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকা প্রদান করেন। পুরস্কারের অর্থমূল্য ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা। ২০১৮ সালে মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা।

২০১৮ সালের ৮ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪১তম বার্ষিক সভায় পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি মুহম্মদ নূরুল হুদাকে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কারের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করা হয়।

১৬.৪ কবীর চৌধুরী শিশুসাহিত্য পুরস্কার ২০১৮

জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর প্রদত্ত অর্থে বাংলা একাডেমি ২০০৪ সাল থেকে এক বছর কবীর চৌধুরী শিশুসাহিত্য পুরস্কার পরের বছর মেহের কবীর বিজ্ঞান পুরস্কার প্রদান করে আসছে। শিশুসাহিত্যে জনপ্রিয় লেখকদের সামগ্রিক অবদান চিহ্নিত করে তাঁদের সৃজনী প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদান করাই এই পুরস্কারের উদ্দেশ্য। মেহের কবীর ও কবীর চৌধুরী পরিবার বাংলা একাডেমিকে এককালীন ১৫,০০,০০০.০০ (পনেরো লক্ষ) টাকা প্রদান করেন। এই পুরস্কারের অর্থমূল্য ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা। ২০১৮ সালে 'কবীর চৌধুরী শিশুসাহিত্য পুরস্কার'-এ ভূষিত হয়েছেন অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ।

২০১৮ সালের ৮ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪১তম বার্ষিক সভায় অধ্যাপক হায়াৎ মামুদকে পুরস্কারের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করা হয়।

১৬.৫ সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ প্রবন্ধ সাহিত্য পুরস্কার ২০১৮

বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠাকালীন স্পেশাল অফিসার মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্‌র নামে ২০১৭ সাল থেকে বাংলা একাডেমি 'সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ প্রবন্ধ সাহিত্য পুরস্কার' প্রদান করে আসছে। এ পুরস্কারের উদ্দেশ্য বাংলাদেশের সাহিত্যে মননশীল, মেধাবী, খ্যাতিমান ও প্রতিভাবান প্রবন্ধকারদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান। মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্‌র কন্যা জনাব নীলুফার বেগম ও জামাতা জনাব মাহবুব তালুকদার 'সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ প্রবন্ধ সাহিত্য পুরস্কার' প্রদান করার জন্য বাংলা একাডেমিকে এককালীন ২০,০০,০০০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকা প্রদান করেন। এর লভ্য মুনাফা হতে বাংলা একাডেমি প্রতিবছর 'সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ প্রবন্ধ সাহিত্য পুরস্কার' প্রদান করছে। পুরস্কারের অর্থমূল্য ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা। ২০১৮ সালে সাহিত্যিক

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ প্রবন্ধ সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

২০১৮ সালের ৮ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪১তম বার্ষিক সভায় পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাবন্ধিককে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কারের চেক, সম্মাননা পত্র ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করা হয়।

১৬.৬ কবি জসীমউদ্‌দীন সাহিত্য পুরস্কার ২০১৯

বাংলা কবিতায় কবি জসীমউদ্‌দীনের অনন্য অবদান স্মরণে চলতি বছর অর্থাৎ ২০১৯ সাল থেকে বাংলা একাডেমি 'কবি জসীমউদ্‌দীন সাহিত্য পুরস্কার' নামে নতুন একটি পুরস্কারের প্রবর্তন করেছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে কোনো শাখায় সার্বিক অবদানের জন্য এক বছর অন্তর একজন কৃতী ও খ্যাতিমান সাহিত্যিককে বাংলা একাডেমি এ পুরস্কার প্রদান করে। পুরস্কারের অর্থমূল্য ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা। ২০১৯ সালে 'কবি জসীমউদ্‌দীন সাহিত্য পুরস্কার'-এ ভূষিত হয়েছেন কবি নির্মলেন্দু গুণ। বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৯-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি পুরস্কারপ্রাপ্ত বরেণ্য কবি নির্মলেন্দু গুণকে পুরস্কারের ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করেন।

১৬.৭ রবীন্দ্র পুরস্কার ২০১৯

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ২০১০ সাল থেকে বাংলা একাডেমি এ পুরস্কার প্রবর্তন করে। রবীন্দ্রসাহিত্যের গবেষণা ও সমালোচনায় এবং রবীন্দ্রসংগীতে আজীবন সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলা একাডেমি প্রতি বছর 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রদান করে আসছে। প্রতিটি পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা। ২০১৯ সালে জনাব সফিউদ্দিন আহমদ এবং বেগম আকতার কামালকে রবীন্দ্রসাহিত্যের গবেষণা ও সমালোচনায় রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান করা হয়। একইসাথে রবীন্দ্রসংগীত চর্চায় আজীবন সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ শিল্পী ইকবাল আহমেদকে বাংলা একাডেমির রবীন্দ্র পুরস্কার ২০১৯ প্রদান করা হয়।

২০১৯ সালের ৮ই মে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৮তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি আয়োজিত আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিল্পী ও গবেষকদ্বয়কে পুরস্কারের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা-প্রতীক প্রদান করা হয়।

১৬.৮ চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার, মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার এবং শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার

অমর একুশে উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ২০১৮ সালে প্রকাশিত বিষয় ও গুণমানসম্মত সর্বাধিক সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য কথাপ্রকাশ-কে *চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার*-২০১৯, ২০১৮ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে গুণগতমান ও শৈল্পিক বিচারে সেরা গ্রন্থ বিভাগে গোলাম মুরশিদের 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত : নজরুল-জীবনী' গ্রন্থের জন্য প্রথমা প্রকাশনকে, মইনুদ্দীন খালেদের 'মনোরথে শিল্পের পথে' গ্রন্থের জন্য জার্নিম্যান বুকসকে এবং মারুফুল ইসলামের 'মুঠোর ভেতর রোদ' গ্রন্থের জন্য চন্দ্রাবতী একাডেমিকে *মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার* ২০১৯ প্রদান করা হয়। ২০১৮ সালে প্রকাশিত শিশুতোষ গ্রন্থের মধ্য থেকে গুণমান বিচারে সর্বাধিক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লিমিটেডকে *রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার* ২০১৯ এবং ২০১৯ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্য থেকে নান্দনিক অঙ্গসজ্জায় সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মধ্যমা, বাতিঘর ও পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.-কে *শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার* ২০১৯ প্রদান করা হয়েছে। পুরস্কারপ্রাপ্ত সকল প্রকাশককে ২৫,০০০.০০ টাকার চেক, সনদ ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

১৬.৯ ফেরদাউস খাতেমন গবেষণা ফান্ড

ফেরদাউস খাতেমন গবেষণা ফান্ড ২০০২ সালে বাংলা একাডেমিতে চালু করা হয়। গবেষণার বিষয় : শিশু সমীক্ষা, বাংলা ভাষা উন্নয়ন ও শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়। বর্তমানে এ ফান্ডে লভ্যাংশসহ ২৩,০৬,১০৪.৭৯ (তেইশ লক্ষ ছয় হাজার একশত চার টাকা উনআশি পয়সা) টাকা জমা আছে।

১৬.১০ মার্কেন্টাইল ব্যাংক গবেষণা ফান্ড

মার্কেন্টাইল ব্যাংক গবেষণা ফান্ড ২০০২ সালে বাংলা একাডেমিতে চালু করা হয়। গবেষণার বিষয় : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন। বর্তমানে এ ফান্ডে লভ্যাংশসহ ৩০,৭৭,৮৫৬.৯৪ (ত্রিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার আটশত ছাপান্ন টাকা চুরানব্বই পয়সা) জমা আছে।

১৬.১১ গাজী শামছুর রহমান স্মৃতি গবেষণা তহবিল

গাজী শামছুর রহমান স্মৃতি গবেষণা তহবিল ২০০৫ সালে চালু করা হয়। গবেষণার বিষয় : আইন, আইন-দর্শন, বাংলা ভাষায় আইনের ব্যবহার, ইসলাম ও মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয় এবং গাজী শামছুর রহমান স্মারক বক্তৃতার আয়োজন ও গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ। বর্তমানে এ ফান্ডে লভ্যাংশসহ জমাকৃত টাকার পরিমাণ ৪৬,৩২,০০০.০০ (ছেচল্লিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার) টাকা।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

বর্তমান প্রতিবেদনের মেয়াদকালের পর আরও কয়েক মাস অতিবাহিত হয়েছে। উক্ত কয়েক মাসে বাংলা একাডেমি নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পাদন করেছে :

১। নজরুল মঞ্চের সংস্কার

২। নজরুল কক্ষের সংস্কার এবং চালুকরণ

৩। সভাপতির কক্ষ
৪। গভীর নলকূপ স্থাপন
৫। জসীমউদ্‌দীন ভবন–সাময়িক সংস্কার
৬। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে ছাদ-বাগান স্থাপন

বাংলা একাডেমির কর্মপ্রয়াস আরও ব্যাপক করার লক্ষ্যে নতুন কার্যক্রমও হাতে নেয়া হয়েছে। যেমন :

১। গ্রন্থাগার পুনর্বিন্যাস
২। শহীদুল্লাহ্ ভবনের শ্রী-বর্ধন
৩। নতুন নতুন প্রকল্প

সকলের মিলিত প্রয়াসে এ-সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আপনাদের সকলকে শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

মহাপরিচালক